- তাকওয়া অবলম্বন করা এবং কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভয় করা। ৩১/৩৩
- কাফির-মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ৩২/৩০
- ওহীর অনুসরণ করা। ৩৩/২
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৩৩/৩

নিষেধ

- উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক না করা। ২৯/৪৬
- মুশরিকদের দলভুক্ত না হওয়া। ৩০/৩১
- আল্লাহর সাথে শিরক না করা। ৩১/১৩
- পিতামাতা শিরকে বাধ্য করলে তা না মানা। ৩১/১৫
- আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা। ৩২/২৩
- কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ না করা। ৩৩/১

বিধি-বিধান

বাদ্যযন্ত্র যুক্ত গান শ্রবণ ও পরিবেশন হারাম। প্রসিদ্ধ আলেম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, সূরা লোকমানে 'লাহওয়াল হাদীস' বলতে গান-বাজনা বোঝানো হয়েছে। ৩০/৬

পালকপুত্র ও পালককন্যাকে আদরযত্ন করতে দোষ নেই। তবে পরিচয় উল্লেখের সময় তাদেরকে জন্মদাতা পিতার পরিচয়েই পরিচিত করতে হবে। ৩৩/৫

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধানের কথা বলা হয়েছে সূরা রুমে। ৩০/১৭, ১৮

ফজীলত ও মর্যাদা

পৃথিবীর সব গাছ যদি কলম হয় আর সমুদ্রের সব পানি যদি কালি হয়; এমনকি সমুদ্রের পানির সাতগুণ পানিও যদি কালি হয়, তবু মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ, বিস্ময়কর সৃষ্টিমালা ও মহিমা লিখে শেষ করা যাবে না। ৩১/২৭

সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যথাযথভাবে সালাত আদায় আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায়। ২৯/৪৫

সুদ সম্পদ হ্রাস করে, আর যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে। ৩০/৩৯

CamScanner

সুসংবাদ ও সতর্কতা

কুরআনবিমুখ মানুষদেরকে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ' দিতে বলেছেন মহান আল্লাহ। ৩১/৭

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর ভয় ও অনুগ্রহের আশায় রাতে আরামের বিছানা ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয় এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করে। তাদের জন্য যেসব নিয়ামত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, তা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। ৩৩/১৫-১৭

আখিরাত ভুলে থাকা অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছনা ও করুণ শাস্তির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তারা পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে চাইবে। কিন্তু তা সুদূরপরাহত বিষয়। ৩৩/১২-১৪

আল্লাহর কুদরতের বিশেষ কিছু নিদর্শন

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং পুনরুত্থানের বিশ্বাসজাগানিয়া কিছু কুদরতের নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে সূরা রুমে। এসব নিদর্শনে জ্ঞানীদের জন্য সুস্পষ্ট বিবৃতি ও বহু শিক্ষা রয়েছে। ৩০/১৯-২৭

লোকমান হাকীমের দশ উপদেশ

সন্তানের পার্থিব উন্নতির চিন্তাই আমরা বেশি করি। লোকমান হাকীম তার ছেলেকে কিছু অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ সে উপদেশমালাকে কুরআনের অংশ করেছেন—

১. আল্লাহর সাথে শিরক না করা।

২. কোনো বস্তু যদি সরিষা দানা পরিমাণও হয় এবং তা থাকে কোনো পাথরে কিংবা আসমানে বা জমিনে, আল্লাহ তা হাজির করে ছাড়বেন (সুতরাং পুনরুত্থান ও আল্লাহর বিনিময় দান সম্পর্কে যেন সন্দেহ না থাকে)।

৩. সালাত আদায় করা।

৪. সৎকাজের আদেশ করা।

৫. অসৎ কাজে নিষেধ করা।

৬. বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা।

৭. অহংকারবশত মানুষকে অবজ্ঞা না করা।

৮. পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা না করা।

CamScanner

৯. পদচারণায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

১০. কণ্ঠস্বর নিচু রাখা। ৩১/১৩-১৯

দৃষ্টান্ত

দাস, অধীনস্থের সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মালিকের সমান হয় না এবং সেটাকে কেউ মেনেও নেয় না; তাহলে মুশরিকরা কীভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টিকেই তার শরীক সাব্যস্ত করে! ৩০/২৮

মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর

'আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি (শুরু) করেছেন দুর্বলতা (বীর্য) থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, ফের শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান'। ৩০/৫৪

ওহী ও সুন্নাহর অনুসরণেই কল্যাণ

ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। ৩৩/২১

জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণ করতে নির্দেশ করেছেন আল্লাহ। ৩৩/২

পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে

১. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কাল।

২. বৃষ্টি সম্পর্কিত তথ্য।

৩. গর্ভস্থ সন্তানের বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য।

৪. মানুষের আগামীকালের কাজ।

৫. মৃত্যুর স্থান ও সময়। ৩১/৩৪

এর মধ্যে কিছু বিষয় মানুষ ধারণা করতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। আবার অনেক তথ্য এমন আছে, যা সবিস্তারে মানুষ জানে না।

আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন

১. আল্লাহ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। ৩০/৪৫

২. আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ৩১/১৮

CamScanner

আজকের শিক্ষা

এমন বহু জীব-জন্তু আছে যারা নিজেদের সাথে রিযিক বয়ে বেড়ায় না। অথচ আল্লাহ তাদেরকে এবং মানুষদেরকে রিযিক দান করে থাকেন। সুতরাং রিযিক নিয়ে বিচলিত হওয়া অনুচিত। ২৯/৬০

সন্তানের জন্য মায়ের কষ্টকে মহান আল্লাহ 'কষ্টের ওপর কষ্ট' বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং মায়ের প্রতি সর্বোচ্চ সদাচরণ করা উচিত। ৩১/১৪

পৃথিবীর সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। এরপর আল্লাহর কাছে তাদের ফিরে যেতে হবে। ২৯/৫৭

জলে-স্থলে যত নৈরাজ্য, বিপদ-আপদ ও বিপর্যয় ঘটে, সব মানুষের হাতের কামাই। মহান আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের কৃতকর্মের সামান্য ফল ভোগ করান, যেন তারা সংশোধন হয় এবং ভুল পথ থেকে ফিরে আসে। সুতরাং যে কোনো বিপর্যয়ের পর আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। তাছাড়া বিপদ-আপদ অনেক সময় আমাদের সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। ৩০/৪১

আখিরাতে মানুষকে বড় শাস্তি দেওয়ার আগে মহান আল্লাহ দুনিয়াতে লঘু শাস্তি ও বিপদাপদ দেন। উদ্দেশ্য, মানুষ যেন ভুল অবস্থান ও গুনাহ থেকে ফিরে আসে।

CamScanner

১৯তম তারাবীহ

১৯তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ কুরআনের ২২ নম্বর পারা। এ পারায় আছে সূরা আহযাবের শেষাংশ, সাবা, ফাতির এবং সূরা ইয়াসিনের কিছু অংশ।

ঘটনাবলি

যায়েদ বিন হারেসা (রা.) ছিলেন প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পোষ্যপুত্র। নবীজির ফুফাতো বোন যায়নাবের সাথে তার বিয়ে হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সংসারে বনিবনা হচ্ছিল না তাদের। যায়েদ (রা.) তালাকের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে রাসূল (সা.) সংসার চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু একটা সময় তালাকের পথই বেছে নিতে হয় যায়েদকে। এরপর আল্লাহর নির্দেশে স্বয়ং রাসূল (সা.) বিয়ে করেন যায়নাব বিনতে জাহাশকে। জাহেলি যুগে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা দোষনীয় মনে করা হতো। সেই প্রথা ভাঙতে মহান আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সা.) যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। ৩৩/৩৭-৩৯

বাতাসের ওপর কতৃত্ব ছিল সুলাইমান (আ.)-এর একটি মুজিযা। এক মাসের পথ তিনি এক সকাল কিংবা এক বিকেলে অতিক্রম করতে পারতেন (কোনো কোনো বর্ণনামতে, তার সিংহাসন বাতাসে উড়ে চলত)। গলিত তামার প্রবাহও ছিল তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মুজিযা। তিনি জিনদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারেতন। এমনকি বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ চলাকালে তার মৃত্যু হলে অলৌকিকভাবে তিনি সেভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেভাবে দাঁড়িয়ে তিনি জিনদেরকে নির্মাণ কাজে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। আর জিনেরা আপন কাজে রত ছিল। কাজ শেষ হলে আল্লাহর নির্দেশে সুলাইমান (আ.)-এর লাঠি উই পোকা নষ্ট করে ফেলে আর তিনি মাটিতে পড়ে যান। সুলাইমান (আ.)-এর এই অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা এসেছে সূরা সাবায়। ৩৪/১২-১৪

ইয়েমেনের অধিবাসী সাবা সম্প্রদায় ছিল ফল-ফসল এবং শিল্প-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। মহান আল্লাহ বহু নিয়ামত দান করেছিলেন তাদের। বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। শিরকের মতো ভয়ংকর অপরাধে তারা জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মাঝে বেশ কজন নবী-রাসূল প্রেরিত হন। কিন্তু তারা নবীদের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। মহান আল্লাহ বাধভাঙা সর্বব্যাপী বন্যার আযাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেন।

CamScanner

৩৪/১৫-২১

আল্লাহর পথে আহ্বানের জন্য এক জনপদে কয়েকজন রাসূল প্রেরিত হন। তারা ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন জনপদবাসীকে। কিন্তু তারা রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়, অপয়া বলে তাদের ওপর পাথর ছুড়ে হত্যার হুমকি দেয়। শহরের প্রান্ত থেকে (হাবীবে নাজ্জার নামক) এক লোক দৌড়ে এসে রাসূলদের আনুগত্যের আহ্বান করে জনপদবাসীকে বললেন, যারা তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ করেন না, তারা সঠিক পথের অনুসারী। তোমরা তাদের অনুসরণ করো। তিনি নিজে ঈমান এনে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। জবাবে নিষ্ঠুর সম্প্রদায় তাকে হত্যা করল। এরপর একজন ফেরেশতার একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলো। ৩৬/১৩-৩০

ঈমান-আকীদা

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। রাসূলের পর সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। অগণিত হাদীসে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কুরআনেও বিষয়টি উল্লেখ করেছেন মহান আল্লাহ। ৩৩/৪০

ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তাকদীর। কোনো নারী যা গর্ভে ধারণ করেন এবং যা প্রসব করেন (তার বিস্তারিত) সবই আল্লাহ জানেন। মানুষের লম্বা এবং সংক্ষিপ্ত হায়াত—এর সবই আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ৩৫/১১

আদেশ

- নারীদের গৃহে অবস্থান করা (বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে)। ৩৩/৩৩
- সালাত আদায় করা। ৩৩/৩৩
- যাকাত আদায় করা। ৩৩/৩৩
- রাসূলের আনুগত্য করা। ৩৩/৩৪
- অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা। ৩৩/৪১
- সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা। ৩৩/৪২
- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৩৩/৪৮
- গায়রে মাহরাম নারীদের কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে চাওয়া। ৩৩/৫৩

CamScanner

- রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা। ৩৩/৫৬
- তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সত্য-সঠিক কথা বলা। ৩৩/৭০
- সৎকর্ম করা। ৩৪/১১
- আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ৩৪/১৫
- আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করা। ৩৫/৩
- শয়তানকে শত্রু গণ্য করা। ৩৫/৬

নিষেধ

- মহিলাদের জন্য (পরপুরুষের সঙ্গে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন না করা। ৩৩/৩২
- মুসলিম নারীদের জন্য জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা। ৩৩/৩৩
- কাফির-মুনাফিকদের আনুগত্য না করা। ৩৩/৪৮
- অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে প্রবেশ না করা। ৩৩/৫৩

বিধি-বিধান

মুসলিম নারীকে মাথার ওপর ওড়না টেনে পর্দার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটা মুসলিম নারীর আভিজাত্যের প্রতীক। কেউ যেন তাদেরকে উত্যক্ত (বা কু-কল্পনা) করার সুযোগ না পায়, এজন্য পর্দার বিধান। ৩৩/৫৯

এছাড়া জাহেলি যুগের নারীদের মতো সাজসজ্জা প্রদর্শন করা নিষেধ। মুসলিম নারীরা কোমলতা এড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে—সেই বিধানও বর্ণিত হয়েছে। ৩৩/৩২-৩৩

নির্জনবাস বা সহবাসের পূর্বেই যদি তালাক হয়ে যায়, তবে স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইদ্দত পালন করতে হবে না। সাধারণ সময়ের মতো এক্ষেত্রেও কলহপূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সাথে স্ত্রীকে বিদায় দেবে—এটা স্বামীর কর্তব্য। ৩৩/৪৯

(রাসূলের মৃত্যুর পর) নবীপত্নীগণকে বিয়ে করার হারাম। ৩৩/৫৩

মহান আল্লাহ বিশেষ কল্যাণ বিবেচনায় শুধু রাসূলের জন্য (চারের অধিক) বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন; যা অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। ৩৩/৫০-৫২

CamScanner

সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা

যারা আল্লাহর প্রতি কুফুরী করে তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তি এবং যারা তার প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদেরকে মহা প্রতিদানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ৩৫/৭

কিয়ামতের দিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। এমনকি নিকটাত্মীয়দেরকে ডেকেও সেদিন সাড়া পাওয়া যাবে না। ৩৫/১৮

পার্থিব জীবন ও শয়তান দ্বারা ধোঁকা খাওয়ার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ

অর্থ: হে মানুষ, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কোনভাবেই তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। আর আল্লাহ সম্পর্কেও যেন মহা ধোঁকাবাজ (শয়তান) তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। ৩৫/৫

দৃষ্টান্ত

যারা হঠকারিতার কারণে সত্য গ্রহণ করেনি তাদেরকে অন্ধের সাথে এবং তাদের কুফরকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যারা সত্য গ্রহণ করেছে তাদেরকে চক্ষুষ্মান লোকের সাথে এবং তাদের ঈমানকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। ঈমানদারদের জান্নাতকে ছায়া এবং কাফিরদের জাহান্নামকে রৌদ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। সত্যগ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা কাফিরদেরকে মৃত মানুষের সঙ্গে আর সত্যগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্নদেরকে জীবিত মানুষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ৩৫/১৯-২২

নবীর প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ

মহান আল্লাহ তার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। ফেরেশতাগণও তার প্রতি সালাত (দরূদ) প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ মুমিনদেরকেও তার প্রতি সালাত ও সালাম (রহমত ও শান্তির দোয়া) পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ৩৩/৫৬

যে ব্যক্তি রাসূলের (সা.) প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, মহান আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত নাজিল করেন।[১]

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৮৮৫৪

যে কাজ সর্বাধিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

কুরআনে কেবল একটি কাজই অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটি হলো আল্লাহর জিকির। একাধিক স্থানে একই আদেশ করেছেন আল্লাহ। ৩৩/৪১

আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের বেলায় মুমিনের কোনো এখতিয়ার থাকে না

আল্লাহ এবং রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা প্রদান করলে মুমিন নর-নারীর সে বিষয়ে আর কোনো এখতিয়ার থাকে না। ৩৩/৩৬

মানবজাতির কাঁধে আমানত পালনের দায়িত্ব

মহান আল্লাহ আকাশ-জমিন ও পাহাড়ের মতো বড় বড় সৃষ্টির কাছে আমানত (নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের দায়িত্ব) পেশ করেন, তারা সবাই অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু মানুষ সেই আমানতের বোঝা বহন করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মানুষের মধ্যে যারা তা রক্ষা করতে পারেনি তাদেরকে আল্লাহ জালিম ও অজ্ঞ বলেছেন। ৩৩/৭২

রাসূলের পাঁচটি বিশেষ গুণ

মহান আল্লাহ তাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বানকারী ও আলো বিতরণকারী প্রদীপ করে প্রেরণ করেছেন। ৩৩/৪৫-৪৬

মুমিন নারী-পুরুষের দশটি বিশেষ গুণ

কর্মফল ও আখিরাতের প্রতিদানে নারী-পুরুষের কোনো তারতম্য নেই। দশটি গুণের অধিকারী মুমিন নারী-পুরুষের জন্য মহান আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। (এক) ইসলাম পালনকারী পুরুষ ও নারী (দুই) ঈমান আনয়নকারী পুরুষ ও নারী (তিন) আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও নারী (চার) সত্যবাদী পুরুষ ও নারী (পাঁচ) ধৈর্য ধারণকারী পুরুষ ও নারী (ছয়) আল্লাহর প্রতি বিনীত পুরুষ ও নারী (সাত) দানশীল পুরুষ ও নারী (আট) সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী (নয়) চরিত্র হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী (দশ) অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও নারী। ৩৩/৩৫

নবীপত্নীগণের মাধ্যমে সমগ্র নারী জাতির প্রতি নির্দেশনা

১. পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে কোমলতা পরিহার করে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা।

২. গৃহে অবস্থান করা (প্রয়োজনে শালীনতার সাথে বাইরে যাওয়া)।

CamScanner

৩. জাহেলি যুগের নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা।

৪. নিয়মিত সালাত আদায় করা।

৫. যাকাত আদায় করা।

৬. আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা।

৭. ঘরে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ'র যেসব কথা পাঠ করা হয় সেগুলো স্মরণ রাখা। ৩৩/৩২-৩৪

মুসলিম তিন প্রকার

(১) এক শ্রেণির লোক, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে না। এরা হলো জালিম (নিজের প্রতি অবিচারকরী)। আর যারা আদেশ-নিষেধ মেনে চলে কিন্তু কিছু নফল মুস্তাহাব পালন করে না, তারা মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আরেক শ্রেণির লোক, যারা ফরয-ওয়াজিব মেনে চলে, হারাম পরিহার করে, নফল-মুস্তাহাবও পালন করে; এরা অগ্রগামী মুসলিম। ৩৫/৩২

জাহান্নামীদের আর্তনাদ ও আকুতি

কিয়ামতের দিন জাহান্নামীরা হৃদয়ছেঁড়া আর্তনাদ করে পুনরায় পৃথিবীতে আসার আকুতি জানাবে। তখন বলা হবে, তোমাদের কি যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়নি? তখন চাইলে তো সতর্ক হতে পারতে! আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিলেন। ৩৫/৩৭

মিথ্যা অপবাদ ও কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহতা

'আর যারা মুমিন নারী-পুরুষকে কৃত অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয় (দোষারোপ করে), তারা অপবাদের অন্যায় ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল'। ৩৩/৫৮

CamScanner

২০তম তারাবীহ

২০তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশে রয়েছে কুরআনের ২৩ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা ইয়াসিনের অবশিষ্ট অংশ, সূরা সফফাত, সুরা ছোয়াদ ও সুরা যুমারের কিছু অংশ।

ঘটনাবলি

নূহ (আ.) স্বজাতির ঔদ্ধত্যে আল্লাহর সহায্য চাইলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। মহাপ্লাবনে নূহ (আ.)-এর নৌকার আরোহীরা ছাড়া বাকি সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। প্লাবন পরবর্তী পৃথিবীতে কেবল নূহ (আ.)-এর বংশধর (হাম, ছাম ও ইয়াফেসের প্রজন্ম) টিকে থাকে। তাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী গড়ে ওঠে। ৩৭/৭৫-৮২

নূহের পর পৃথিবীবাসী আবারও আল্লাহকে ভুলে যায়, শুরু হয় শিরক। তখন আবির্ভূত হন ইবরাহীম (আ.)। দাওয়াতি মিশনে তিনিও বেশিরভাগ মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হন। মহান আল্লাহ তাকে বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ইসমাইলকে স্বপ্নযোগে জবেহের নির্দেশ দেন (উল্লেখ্য, নবীগণের স্বপ্ন বাস্তবের মতোই সত্য)। সন্তান ইসমাইলও আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং ধৈর্য ধারণের প্রতিশ্রুতি দেন। পিতাপুত্র উভয়ই যখন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন ছুরির নিচে অলৌকিকভাবে একটি দুম্বা পাঠালেন আল্লাহ। জবাই হলো দুম্বা। বেঁচে গেলেন ইসমাইল।

এরপর ধারাবাহিকভাবে কয়েকজন নবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। তারা হলেন : মূসা, হারূন, ইলয়াস, লূত ও ইউনুস (আলাইহিমুস সালাম)। ইউনুসকে যখন সমুদ্রের বিশাল মাছ গিলে ফেলে, তখন তিনি নিজেকে ভর্ৎসনা করেন এবং জিকিরে রত থাকেন। আল্লাহর তাসবীহের গুণে মহান আল্লাহ তাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা ও উদ্ধার করেন। ইউনুস (আ.)-এর জাতি আল্লাহর আযাব দেখে সতর্ক হয় এবং ঈমান আনে। তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। ৩৭/৮৩-১৪৮

দাউদ (আ.)-এর প্রশংসা করে তার একটি ভুলের বিষয়ে সতর্ক করার ইঙ্গিত দিয়েছেন মহান আল্লাহ। তিনি দাউদ (আ.)-এর কাছে দুজন বিচারপ্রার্থীকে পাঠালেন। বিবাদের ফায়সালা করতেই দাউদ (আ.) সচকিত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাকে সূক্ষ্মভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরও কখনো মামুলি ভুল-ত্রুটি হতে পারে। সেটা বুঝতে পারার সাথে সাথে

CamScanner

তাওবা করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। মূল ঘটনা কী সে বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে, যার কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়। বরং কোনো কোনো গল্প সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক ও মিথ্যাচার।

দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ সুলাইমান নামক সন্তান দান করেন। তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও নবী ছিলেন। আল্লাহ সুলাইমানের প্রশংসা করে সুলাইমান-সংশ্লিষ্ট দুটি ঘটনার ইঙ্গিত দেন। সুলাইমান (আ.) আল্লাহর কাছে এমন রাজত্ব চেয়েছেন যা পৃথিবীতে আর কারো অর্জিত হবে না। ৩৮/১৭-৪০

উল্লিখিত নবীগণের প্রশংসা করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ এবং তাদের সুনাম-সুখ্যাতি পৃথিবীতে অটুট রাখার ঘোষণা দেন মহান আল্লাহ। হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের যে খ্যাতি ও সুনাম বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সংরক্ষিত আছে, তা আর কারো নেই।

আইয়ুব (আ.) ছিলেন ধৈর্যের প্রবাদপুরুষ। দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েও তিনি ধৈর্যের সাথে দোয়ায় মগ্ন ছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে সুস্থতার অলৌকিক পথ বাতলে দেন। তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এদিকে স্ত্রীর একটি ভুল পদক্ষেপে মর্মাহত হয়ে তিনি একটি শপথ করেন। পরে অনুতপ্ত হলে তাকে শপথ রক্ষার সহজ পথ বাতলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াসা ও যুলকিফলের প্রশংসা করে তাদের ঘটনাবলিকে উপদেশ আখ্যা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সূরার শেষের দিকে আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, আদমকে সিজদা করতে শয়তানের অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে শয়তান কর্তৃক মানুষকে বিভ্রান্ত করার শপথের বিষয়টি উঠে এসেছে। ৩৮/৪১-৮৫

ঈমান-আকীদা

ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্টি। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এবং তাদের বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর বিবরণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কতক ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদতে বা নির্দেশ পালনার্থে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে, কতক শয়তানদের ঊর্ধ্বজগতে অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করে এবং কতক আল্লাহর জিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল থাকে। সেসব ফেরেশতার শপথ করে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক। ৩৭/১-৪

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ তারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান পছন্দ করত না। মহান আল্লাহ তাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে প্রশ্ন রেখেছেন—পালনকর্তার জন্য কন্যা (সাব্যস্ত করেছ),

CamScanner

আর নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান? আল্লাহ সন্তান গ্রহণের ঊর্ধ্বে এবং এ থেকে তিনি পবিত্র। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে তাদের মনগড়া মিথ্যাচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। ৩৭/১৪৯-১৫৭

আদেশ

- আল্লাহর দেওয়া রিযিক হতে ব্যয় (দান) করা। ৩৬/৪৭
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ৩৬/৬১
- কাফির-মুশরিকদের কটূ কথায় ধৈর্য ধারণ করা। ৩৮/১৭
- ন্যায়বিচার করা। ৩৮/২৬
- আল্লাহকে ভয় করা। ৩৯/১০

নিষেধ

- শয়তানের ইবাদত না করা। ৩৬/৬০
- প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। ৩৮/২৬

মহাপ্রলয়ের দৃশ্যপট

পৃথিবীর নির্ধারিত আয়ু শেষ হলে মহাপ্রলয় ঘটবে। এরপরই শুরু হবে বিচার দিবসের কার্যক্রম। অবিশ্বাসীরা কিয়ামত দিবস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মহানাদ তাদেরকে পাকড়াও করবে। তখন শেষ কথা বলা বা পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগও তারা পাবে না। (ইসরাফীল আ.) শিঙ্গায় ফুঁ দিলে প্রত্যেকে কবর থেকে উঠে প্রতিপালকের দিকে ছুটবে। ৩৬/৪৯-৬৫

কিয়ামতের ভয়াবহ কিছু চিত্র

দুনিয়াতে পাপী-মুত্তাকী একত্রে বসবাস করলেও কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠদেরকে মুত্তাকীদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। ৩৬/৫৯

পাপিষ্ঠদের মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে। তাদের হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে এবং আপন কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। ৩৬/৬৫

আল্লাহর নিদর্শন

সূরা ইয়াসীনের বিভিন্ন আয়াতে পুনরুত্থানের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর

CamScanner

কয়েকটি ধারাবাহিক নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, যা আল্লাহর অস্তিত্ব ও পুনরুত্থানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। তার একটি হলো মৃত জমিন। মহান আল্লাহ মৃত জমিনকে প্রাণবন্ত ও সজীব করেন। মানুষ তা থেকে আহার করে। এটি আল্লাহর অস্তিত্ব, কুদরত ও মৃতদের পুনরায় জীবিত করার নিদর্শন। এছাড়াও রাত, দিন, সূর্য, চন্দ্রের আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ এবং সমুদ্রভ্রমণে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে। ৩৬/৩৩-৪৩

মর্যাদা ও প্রতিদান

পুরো কুরআন জুড়ে জান্নাতীদের বিভিন্ন নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে, জান্নাতীরা আরামদায়ক আসনে সস্ত্রীক হেলান দিয়ে থাকবে। তারা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে। সূরা সাফফাতে জান্নাতীতের মাঝে ঘুরে ঘুরে স্বচ্ছ সূরাপাত্র পরিবেশনের কথা বলা হয়েছে। তাতে কেউ মাতাল হবে না। তাদের সাথে থাকবে আনতনয়না সঙ্গিনী। বলাবাহুল্য, জান্নাতের নিয়ামত পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। ৩৬/৫৫-৫৮; ৩৭/৪০-৪৯

ধৈর্য মুমিনের এমন এক মহামূল্যবান গুণ যে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের হিসাব ছাড়া প্রতিদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ৩৯/১০

ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম। কুরআনের প্রথম নির্দেশই হলো 'পড়ো'। সূরা যুমারে জ্ঞানীদের মর্যাদা উল্লেখ করে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান হতে পারে না। ৩৯/৯

মানুষের মন্দ প্রকৃতি

মানুষের একটা মন্দ প্রকৃতি হলো বিপদাপদে আল্লাহকে ডাকে এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। আর যখন বিপদ কেটে যায় এবং আল্লাহর নিয়ামত ও প্রাচুর্য লাভ করে, সে তখন অতীত (কাকুতি মিনতি করে যে দোয়া করেছিল) ভুলে যায় (নিয়ামতের জন্য আল্লাহকে ছেড়ে নিজের বা অন্যের কৃতিত্ব দেয়) এবং শিরকে লিপ্ত হয়। এরকম অকৃতজ্ঞকে পার্থিব জীবনের যৎসামান্য ভোগের পর জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ৩৯/৮

চিরশত্রুর বিষয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি উদাসীন

কুরআনের অন্তত সাত জায়গায় মহান আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন যে, শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানকে আমরা দেখতে না পেলেও তার কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়তই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সে-ই আমাদের প্রকৃত শত্রু। আল্লাহর নির্দেশ আদমকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর যখন আল্লাহ তাকে জান্নাত ও আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত করেন, সে আদম সন্তানকে পথহারা করার সংকল্প ও পরিকল্পনার কথা

CamScanner

জানায়। আফসোসের বিষয় হলো, সবচেয়ে বড় শত্রু সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি উদাসীন। ৩৮/৭৯-৮৫

সুসংবাদ

যারা তাগুতের দাসত্ব পরিহার করে আল্লাহমুখী হতে পেরেছে, মহান আল্লাহ স্বয়ং তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন এবং রাসূলকেও এমন বান্দাদের সুসংবাদ দিতে নির্দেশ করেছেন। ৩৯/১৭

জান্নাতের একটি অসাধারণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত

জান্নাতীদের পারস্পরিক কথোপকথনের একটি অসাধারণ ও শিক্ষনীয় মুহূর্তের বর্ণনা রয়েছে সূরা সাফফাতে। জান্নাতীদের একান্ত আড্ডায় একজন জান্নাতী তার পার্থিব জীবনের এক সংশয়বাদী বন্ধুর ঘটনা শোনাবে অন্য জান্নাতীদের। সেই সংশয়বাদী বন্ধু ঈমানদার বন্ধুর বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করত এবং তাচ্ছিল্য করত। এক পর্যায়ে এই জান্নাতী বন্ধু সংশয়বাদী বন্ধুর জাহান্নামের করুণ পরিণতি দেখাবে অন্য জান্নাতী বন্ধুদের। অবিশ্বাসী বন্ধুর খপ্পরে পড়েও সে কুফুরের পথে পা বাড়ায়নি, এ জন্য সে আল্লাহর অনুগ্রহকে বড় করে দেখবে। ৩৭/৫০-৬০

দৃষ্টান্ত

যে ব্যক্তি একাধিক মালিকের অধীনে থাকে, তার বিপদের শেষ নেই। কোন মালিককে কীভাবে খুশি করবে—তাই নিয়ে সে বিপাকে পড়ে। আর যে ব্যক্তি একজন মালিকের অধীনে থাকে, সে একনিষ্ঠভাবে এক মালিকের আনুগাত্য করতে পারে। অনুরূপভাবে তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষ একাগ্রচিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয় এবং প্রশান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে বহু-ঈশ্বরবাদী শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি অসংখ্য উপাস্যকে খুশি করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ৩৯/২৯

আজকের শিক্ষা

কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না, এ কথাটি কুরআনের অন্তত সাত জায়গায় উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং কারো প্ররোচনায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্ররোচনাকারী তার প্ররোচনার কারণে গুনাহগার হলেও প্ররোচিত ব্যক্তিকে নিজের গুনাহের বোঝা ঠিকই বহন করতে হবে। কিয়ামতের দিন জাহান্নামীরা কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তানকে দোষারোপ করবে। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হবে না। ৩৯/৭

CamScanner

২১তম তারাবীহ

২১তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ কুরআনের ২৪তম পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা যুমারের অবশিষ্টাংশ, সূরা মুমিন ও সুরা হা-মীম সাজদার দুই তৃতীয়াংশ।

ঘটনাবলি

মূসা (আ.)-এর দাওয়াতে যখন লোকজন ঈমান আনতে শুরু করে, ফিরাউন দ্বিতীয় দফায় গণহত্যার ফরমান জারি করে। এর আগে মূসার আগমন ঠেকাতে গণহারে শিশুহত্যা চালিয়েছিল সে। এবার বনী ইসরাইলের সব পুরুষকে হত্যা করে নারীদের বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেন, বনী ইসরাইল মূসা (আ.)-এর অস্বিত্বকেই অভিশপ্ত এবং অকল্যাণকর মনে করে। মুমিনদের বংশবিস্তার ঠেকানোও ছিল এই গণহত্যার অন্যতম কারণ। কিন্তু কাফিরদের চক্রান্ত বিফলে যায়। ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর সলিল সমাধি হলে তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ফিরাউনের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি ঈমান এনেছিল। সে সবক্ষেত্রে মূসার পক্ষাবলম্বন করত। শুধু তাই নয়, স্বজাতিকে সতর্ক করারও বহু চেষ্টা করেছে সে। তার যুক্তি ছিল এমন—মূসা মিথ্যা বললে সেই মিথ্যা তার ওপরই বর্তাবে। আর তার কথা যদি সত্য হয়, তবে তাকে অমান্য করার কারণে তোমাদের তো মহা আযাব স্পর্শ করবে। অচিরেই তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে, আর আমার বিষয় আমি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করছি। লোকটির বিরুদ্ধেও ফিরাউনের সহযোগীরা নানা চক্রান্ত করেছিল। অবশেষে মহান আল্লাহ তাদের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন। ৪০/২৩-৪৬

আদ ও ছামূদ জাতি অহংকারবশত আল্লাহর আহ্বানকে প্রত্যাখান করে। নবীগণ তাদেরকে আযাবের ভয় দেখালে সেটা নিয়েও তারা উপহাস করতে ছাড়ে না। এমনকি তারা নবীদেরকে আল্লাহর আযাব আনতে বলে। অবশেষে ঝড়, বজ্র ও মহানিনাদের শাস্তি পাঠিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেন মহান আল্লাহ। এ ছিল দুনিয়ার আযাবের লাঞ্ছনা। তাদের জন্য আখিরাতের আযাব হবে আরো লাঞ্ছনাদায়ক। সেদিন তাদের চোখ, কান ও চামড়া পর্যন্ত তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। তখন তারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাকে ভর্ৎসনা করবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলে উঠবে, যে আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও কথা বলার শক্তি দান করেছেন। ৪১/১৩-১৮

CamScanner

ঈমান-আকীদা

মহাপ্রলয়ের সময় দুইবার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁ-এর পর (ব্যতিক্রম ছাড়া) সবাই মূর্ছা যাবে। দ্বিতীয় ফুঁ-এর পর সবাই পুনরুত্থানের জন্য উঠে দাঁড়াবে। ৩৯/৬৮

শিরক হলো ঈমান ও আমল বিধ্বংসী পাপ। সকল নবী-রাসূলের প্রতি আল্লাহর মৌলিক ফরমান ছিল—শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির সকল ভালো কাজ বরবাদ হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুনিশ্চিত। ৩৯/৬৫

মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের দেহাবশেষ যেখানে যে অবস্থায় থাকে, সেটাকে বারযাখের জীবন বলা হয় (২৩/১০০ দ্রষ্টব্য)। বারযাখী জীবনে (কবরে) পাপিষ্ঠরা আযাব এবং সৎকর্মশীলরা নিয়ামত ভোগ করবে, এটা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের গুরুত্বপূর্ণ আকীদার একটি। সূরা মুমিনে এটি প্রমাণিত। ৪০/৪৬

আদেশ

- প্রতিপালকের অভিমুখী হওয়া। ৩৯/৫৪
- আযাব আসার আগে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। ৩৯/৫৪
- রবের পক্ষ হতে উত্তম যা কিছু নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করা। ৩৯/৫৫
- আল্লাহর ইবাদত করা। ৩৯/৬৬
- কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ৩৯/৬৬
- একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকা। ৪০/১৪
- কিয়ামত দিবস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। ৪০/১৮
- ধৈর্য ধারণ করা। ৪০/৫৫
- নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৪০/৫৫
- সকাল-সন্ধ্যা রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করা। ৪০/৫৫
- আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ৪০/৫৬
- আল্লাহর কাছে দোয়া করা। ৪০/৬০
- আল্লাহর প্রতিই একাগ্র হয়ে থাকা। ৪১/৬
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৪১/৬

CamScanner

- মন্দকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করা। ৪১/৩৪
- বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ৪১/৩৬
- সৃষ্টিকে সিজদা না করে স্রষ্টাকে সিজদা করা। ৪১/৩৭

নিষেধ

- আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না হওয়া। ৩৯/৫৩
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। ৪১/১৪
- চন্দ্র-সূর্যের সিজদা না করা। ৪১/৩৭

বিধি-বিধান

গায়রে মাহরাম নারীর সৌন্দর্য কিংবা কারো ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং মনে মনে খারাপ জল্পনা-কল্পনা করা জায়েজ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'চোখের অসততা এবং অন্তর যেসব বিষয় লুকিয়ে রাখে আল্লাহ (সবই) জানেন'। ৪০/১৯

সবচেয়ে উত্তম কথা

আল্লাহ বলেন,

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার কথা হতে পারে, যে ব্যক্তি (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, নিজে ভালো কাজ করে এবং বলে আমি মুসলিমদের একজন। ৪১/৩৩

দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি

দোয়া ইবাদতের মূল। হাদীসে দোয়াকেই ইবাদত বলা হয়েছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে কখনো কার্পণ্য করা উচিত নয়। অনেকে নিজে দোয়া করতে চান না। দোয়া কবুল নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। দোয়া করলে মহান আল্লাহ দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৪০/৬০

আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন

বিপদে পড়লে কিংবা পাপ সংঘটিত হলে নিরাশ হওয়া মুমিনের শান নয়। কুরআনে (১২/৮৭) নৈরাশ্যকে কাফিরদের কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাধী ও গুনাহগার

CamScanner

সত্যিকারের অনুতাপ ও তাওবা করলে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন,

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ (তাওবা ও ইস্তেগফার করলে) মাফ করে দিবেন'। ৩৯/৫৩

আল্লাহর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ভয় ও আশার সমন্বয়ের নাম ঈমান। সূরা মুমিনের শুরুতে মহান আল্লাহর এমন কয়েকটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা মুমিনের জন্য আশার আলো এবং একই সাথে সতর্ককারীও। গুণগুলো হলো : তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী, পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা ও অত্যন্ত শক্তিমান। ৪০/৩

পাপিষ্ঠদের আক্ষেপের কয়েকটি চিত্র

অতর্কিতভাবে প্রতিশ্রুত শাস্তি এসে পড়ার পর পাপিষ্ঠদের সাম্ভাব্য আফসোসের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সূরা যুমারে। কারো আফসোস হবে আল্লাহর ব্যাপারে অবহেলা ও দীনের বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য। কারো আফসোস হবে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও মুত্তাকী না হওয়ার জন্য। আযাব প্রত্যক্ষ করার পর কেউ কেউ পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আফসোস করবে! ৩৯/৫৫-৬০

কাফিরদের জাহান্নামে ও মুত্তাকীদের জান্নাতে প্রবেশের দৃশ্য

কিয়ামতের দিন কাফির ও মুশরিকদেরকে ধাওয়া করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের প্রহরী জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ আসেননি, তারা কি এই দিনের ব্যাপারে সতর্ক করেননি? তারা স্বীকার করে বলবে, আল্লাহর আযাব অবিশ্বাসীদের জন্য অবধারিত। সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হলো, সে আযাবে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর মুত্তাকীদেরকে সসম্মানে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন। চিরকাল জান্নাতে বসবাসের শুভসংবাদ দেবেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য হওয়ায় তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে। ৩৯/৭১-৭৪

জাহান্নামের বিভীষিকাময় শাস্তির কয়েকটি চিত্র

জাহান্নামের আযাব এতো বিভীষিকাময় হবে যে, পাপিষ্ঠ ও অপরাধীরা দুনিয়ার সমস্ত

CamScanner

সম্পদ বরং তার দিগুণ সম্পদও যদি পেত, তবে তার বিনিময়ে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে চাইত। ৩৯/৪৭

জাহান্নামীরা নিজেদের সব ভুল স্বীকার করে জাহান্নাম থেকে মুক্তির কোনো পথ খোলা আছে কি না, আল্লাহর কাছে জানতে চাইবে। জবাবে কেবল তাদের ঈমানের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস শোনানো হবে। মুক্তি সেদিন সুদূরপরাহত হবে। ৪০/১১

জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীকে বলবে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে একটু দোয়া করো, তিনি যেন আমাদের শাস্তি লাঘব করে দেন। ৪০/৫৯

সুসংবাদ ও সতর্কতা

যারা জীবদ্দশায় মহান আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করেছে এবং তার ওপর আজীবন অটল-অবিচল থেকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে, তাদের মৃত্যু কিংবা কবর থেকে পুনরুত্থানের সময় ফেরেশতাগণ সুসংবাদ প্রদান করে বলবেন, তোমরা ভয় বা দুশ্চিন্তা করবে না। প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সাথী ছিলাম, আখিরাতেও সাথী থাকব। মহাক্ষমাশীল অতি দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে প্রাথমিক আতিথেয়তাস্বরূপ তোমাদের জন্য জান্নাতে থাকবে সেসব নিয়ামত, যা তোমাদের মন চাইবে এবং যা তোমরা ফরমায়েশ করবে। ৪১/৩০-৩২

আরশ ও মহান মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে নবী-রাসূল করে তার কাছে ওহী প্রেরণ করেন, যেন তারা (আল্লাহর সঙ্গে) সাক্ষাৎ দিবস সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করেন। ৪০/১৫

মহান আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল) তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন বেদম কষ্টে মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। জালিমদের থাকবে না কোনো বন্ধু এবং কোনো সুপারিশকারী, যার কথা গ্রহণ করা হবে'। ৪০/১৮

আজকের শিক্ষা

আদ, ছামূদ-সহ পৃথিবীর বহু জাতি নিজেদের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে অহংকারী হয়ে আল্লাহ এবং আখিরাতকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহর বাণীর প্রচারকদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তারা কল্পনাও করেনি যে, তাদের অহংকার এক সময় চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। তারা করুণ শাস্তির মুখোমুখি হবে। কুরআন জুড়ে মানবেতিহাসের সেই বাস্তব ঘটনা বার বার তুলে ধরে সতর্ক করেছেন আল্লাহ। আজও আমরা অনেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, রঙিন ও বিলাসী জীবনে মত্ত হয়ে সেই অভাগাদের পথ বেছে নিয়েছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা ভুল করলেও আল্লাহর অমোঘ নিয়মে কোনো ভুল হবে না।

সব যুগেই অশান্তি সৃষ্টিকারীরা শান্তির পথযাত্রীদেরকে 'ফাসাদকারী' আখ্যা দিয়েছে।

CamScanner

যেমন, মূসা (আ.) ফাসাদ সৃষ্টি করবে বলে আশংকা করেছিল গণহত্যাকারী ও চরম অত্যাচারী ফিরাউন। ৪০/২৬

একা হলেও সত্যের পথে অবিচল থাকতে হবে। সাহস হারানো যাবে না। বাতিলের সাথে আপস করা যাবে না। ৪০/২৮-৩২

মানুষ বিপথগামী হয় শয়তানের প্ররোচনা এবং পরিবেশ ও মন্দ সঙ্গের কারণে। সেজন্য জাহান্নামীরা কিয়ামতের দিবসে আল্লাহকে বলবে, যেসব শয়তান ও মানুষ আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল তাদের একটু দেখিয়ে দিন। তাদেরকে আমরা পায়ের নিচে ফেলে লাঞ্ছিত করতে চাই। ৪১/২৯

ভালো এবং মন্দ কাজের ফলাফল স্ব স্ব ব্যক্তির কাঁধে অর্পিত হবে। মহান আল্লাহ কারো প্রতি জুলুম করবেন না। ৪১/৪৬

আজকের দোয়া

জান্নাতীদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧ رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার রহমত ও জ্ঞান সমস্ত কিছু জুড়ে ব্যাপ্ত। সুতরাং যারা তাওবা করেছে ও আপনার পথের অনুসারী হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের সাথে করেছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক লোক তাদেরকেও। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং তাদেরকে সকল মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে সব মন্দ থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অপনি অবশ্যই দয়া করলেন। আর এটাই মহাসাফল্য। ৪০/৭-৯

CamScanner

২২তম তারাবীহ

২২তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ২৫ নম্বার পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা হা-মীম সাজদার শেষাংশ, সূরা শূরা, যুখরুফ, দুখান ও সূরা জাসিয়াহ।

ঘটনাবলি

মূসা (আ)-এর তাওহীদের আহ্বান শুনে ফিরাউন ও তার অনুসারীরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। এরপর যখন একের পর এক আল্লাহর সতর্কীকরণ নিদর্শন (আযাব) আসত, তখন তারাই আবার মূসাকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে অনুনয় করত। কিন্তু বিপদ দূর হয়ে গেলে আবার তারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেত। ফিরাউন বলত, আমি মিশরের রাজাধিরাজ। এই যে প্রবহমান নদী-নালা, এ সবই আমার। তাহলে আমি কেন মূসার মতো এক ক্ষমতাহীন মানুষের আনুগত্য করব!

বনী ইসরাইলকে ফিরাউন দাস বানিয়ে রেখেছিল। মূসা (আ.) ফিরাউনের কাছে স্বগোত্রের মুক্তি চেয়েছিলেন। জবাবে ফিরাউন ও তার অনুসারীরা মূসাকে হত্যার হুমকি দেয়। আল্লাহ মূসাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন অনুসারীদের নিয়ে রাতের আঁধারে এলাকা ত্যাগ করেন। পাশাপাশি এও জানিয়ে দেন, ফিরাউন তাদের পিছু নেবে এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত হয়। পাপিষ্ঠরা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচা, নদী-নালা, শস্যক্ষেত, সুরম্য অট্টালিকা ও বিলাসী আসবাবপত্র পড়ে থাকে বেওয়ারিশ। পরে অন্য সম্প্রদায়কে সেগুলোর উত্তরাধিকারী বানান আল্লাহ। ৪৩/৪৬-৫৬; ৪৪/১৭-৩১

ঈমান-আকীদা

অগণিত ফেরেশতা ঊর্ধাকাশে ইবাদতে রত থাকেন। তাদের সংখ্যা এতো বেশি, যেন আসমান ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ফেরেশতাগণ আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার পাশাপাশি পৃথিবীবাসীর জন্য ইস্তেগফার করেন। ৪২/৫

আদেশ

- দীন প্রতিষ্ঠিত করা। ৪২/১৩
- আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। ৪২/১৫

CamScanner

- আল্লাহর আদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। ৪২/১৫
- ওহীর নির্দেশকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। ৪৩/৪৩
- আল্লাহকে (তাওহীদ ও আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে) অনুসরণ করা। ৪৩/৬১
- কাফির-মুশরিকদের (অস্বীকৃতিকে) উপেক্ষা করা। ৪৩/৮৯
- শরীয়াহ অনুসরণ করা। ৪৫/১৮

নিষেধ

- পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া। ৪২/১৩
- প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। ৪২/১৫
- ঈসা (আ.) কিয়ামতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা। ৪৩/৬১
- আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য না দেখানো। ৪৪/১৯
- (দীন সম্পর্কে) যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ না করা। ৪৫/১৮

দুনিয়াদার ও আখিরাতমুখী মানুষের লাভ-লোকসানের খতিয়ান

বুদ্ধিমান মুমিনগণ দুনিয়ার জন্য ব্যাকুল হয় না। তারা আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় না। তারা আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ কামনা করে (২/২০১)। যে আখিরাত চায় (আখিরাতই যার ধ্যান-জ্ঞান) আল্লাহ তাকে চাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি দান করেন। আর যে দুনিয়া চায়, আল্লাহ তাকে (তার চাওয়ার তুলনায় দুনিয়ার) যতকিঞ্চিৎ দান করেন। আখিরাতে তার কোনো হিস্যা থাকে না। ৪২/২০

সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ

সন্তান হওয়া না হওয়া কিংবা পুত্র বা কন্যা সন্তান হওয়ায় মানুষের কোনো হাত নেই। সুতরাং সন্তানের ব্যাপারে পরস্পরকে দোষারোপ করা নির্বুদ্ধিতা। মুমিন নিজের চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয় এবং আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টি দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধ্যা রাখেন। ৪২/৪৯-৫০

সকল নবী-রাসূলের মূল মিশন

নবী-রাসূলদের মূল মিশন এক ছিল। সবার আকীদা-বিশ্বাসের মৌলিকত্ব, ইবাদতের

CamScanner

ধারণা ও আখলাকের চেতনা ছিল এক। শুধু কালভেদে শাখাগত বিষয়ে পার্থক্য ছিল। দীনের যা কিছু বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তা মানুষের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। আদম (আ.) প্রথম নবী হলেও নূহ (আ.) ছিলেন প্রথম রাসূল। শরঈ বিধি-বিধানের পূর্ণাঙ্গ ধারা তার থেকে আরম্ভ হয়। নূহ (আ.)-এর প্রতি যে নির্দেশ ছিল, মৌলিকভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রতিও একই নির্দেশ ছিল। আর তা হলো, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ৪২/১৩

আশাজাগানিয়া আয়াত

পাপের পথ ছেড়ে যারা তাওবা করে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে চায়, মহান আল্লাহ তাদের এই ফিরে আসাকে কবুল করেন এবং পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। ৪২/২৫

আখিরাতের সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী নিয়ামত তাদের জন্য

(এক) যারা ঈমান আনে। (দুই) আল্লাহর ওপর ভরসা করে। (তিন) বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। (চার) কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়। (পাঁচ) রবের আহ্বানে সাড়া দেয়। (ছয়) সালাত কায়েম করে। (সাত) পরামর্শভিত্তিক কাজ করে। (আট) আল্লাহর দেওয়া রিযিক হতে (আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে) ব্যয় করে। (নয়) নিজেদের ওপর জুলুম-অত্যাচার করা হলে (ইনসাফপূর্ণভাবে) তার প্রতিবিধান করে। ৪২/৩৬-৪০

আল্লাহর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা

মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোও জানেন। তার অজ্ঞাতসারে গাছের পাতাও ঝরে না (৬/৫৯)। পঁচিশতম পারার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামত কবে হবে তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ সংরক্ষণ করেন। তার অজ্ঞাতসারে কোনো ফল তার আবরণ থেকে বের হয় না এবং কোনো নারী গর্ভ ধারণ বা সন্তান প্রসব করে না। ৪১/৪৭

অবিশ্বাসীদের চিরায়ত চরিত্র

সব যুগের অবিশ্বাসীদের চিরায়ত চরিত্র একই। তারা বাপদাদার মতাদর্শের দোহাই দিয়ে রাসূলদের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করত। আজও অনেকে সমাজ ও প্রচলনের দোহাই দিয়ে সত্য গ্রহণ থেকে দূরে থাকে। ৪৩/২২-২৪

CamScanner

আল্লাহর জিকির পরিত্যাগের পরিণাম

আল্লাহর জিকির ও স্মরণ থেকে উদাস মানুষের পেছনে একটি শয়তান নিয়োজিত হয়। সে তাকে পুণ্যের পথে আসতে বাধা দেয় এবং পাপকর্মে ডুবিয়ে রাখে। এভাবে সে চরম পাপিষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়। ৪৩/৩৬-৩৮

পূর্বের মতো এখন কেন আল্লাহর আযাব আসে না

প্রথমত, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ভেদে মহান আল্লাহ ভিন্ন ভিন্নভাবে মানুষকে সতর্ক করেন এবং শাস্তি দেন। কেউ স্বীয় পাপের কারণে অশান্তির অদৃশ্য অনলে জ্বলতে থাকে, আবার কারো শাস্তি সবার সামনে দৃশ্যমান থাকে। দ্বিতীয়ত, সূরা শূরায় বলা হয়েছে, পূর্ব থেকেই আল্লহর পক্ষ হতে এ বিষয়টি স্থিরীকৃত রয়েছে যে, পাপাচারের কারণে এই জাতিকে (পূর্বের জাতিগুলোর মতো) সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হবে না। বরং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাদের ঈমান আনার অবকাশ দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) পর্যন্ত অবকাশ দেওয়ার বিষয়টি স্থির না থাকলে তাদের শেষ করে দেওয়া হতো। ৪২/১৪

মন্দের প্রতিকারে পরিমিতিবোধ ও ক্ষমা

কারো প্রতি কেউ মন্দ আচরণ করলে বা কষ্ট দিলে তার অধিকার আছে অনুরূপ কষ্ট দিয়ে প্রতিবিধান করার। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে জিদ মেটানো বা প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। আর কষ্ট পেয়েও যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তার বিনিময় দেবেন। অর্থাৎ মন্দের প্রতিকারে পরিমিতিবোধ থাকা অপরিহার্য। আর প্রতিকার না করে ক্ষমা করে দেওয়া অধিক উত্তম। ৪২/৪০

মহিমান্বিত রজনী লাইলাতুল কদরে ভাগ্য নির্ধারণ হয়

সূরা দুখানে উল্লেখ হয়েছে যে, একটি বরকতময় রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। সে রাতেই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় (আর কুরআন নাযিলের রাত লাইলাতুল কদর। সে কথা সূলাতুল কদরে স্পষ্ট করা হয়েছে)। ৪৪/৩-৪

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়

সমগ্র কুরআন জুড়ে জাহান্নামের বীভৎস শাস্তির করুণ বর্ণনা এসেছে। সূরা দুখানে পাপিষ্ঠদের খাদ্য হিসেবে যাক্কুম ফল পরিবেশনের কথা বলা হয়েছে, যার স্বাদ হবে তেলের তলানী সদৃশ। যা পেটে গেলে পেটের ভেতর ফুটন্ত গরম পানির মতো ফুটতে থাকবে। এ অবস্থায় টেন-হিঁচড়ে তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যভাগে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর তাদের মাথায় উপর উত্তপ্ত গরম পানির শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হবে

CamScanner

ফেরেশতাদের। ৪৪/৪৪-৪৮

আপন প্রবৃত্তির দাস যারা

মুমিনগণ নিজেকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কাছে সমর্পন করে। পক্ষান্তরে কিছু লোক আছে, যারা প্রবৃত্তিকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ, তারা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারেই জীবন পরিচালনা করে। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরও তারা উপর্যুপরি বিরোধিতা করে এবং অন্ধ অনুকরণ করে নিজ খেয়াল-খুশির। মহান আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকারেই ফেলে রাখেন এবং গোমরাহ করেন। ৪৫/২৩

আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন

আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। ৪২/৪০

আজকের শিক্ষা

দুনিয়াতে যারা (পাপের পথের) বন্ধু আখিরাতে তারা শত্রুতে পরিণত হবে। একে অন্যকে দোষারোপ করবে। তবে মুত্তাকী ও আল্লাহর আনুগত্যের পথের বন্ধুরা এর ব্যতিক্রম হবে। তারা দুনিয়াতে যেমন একে অন্যকে ঈমান ও সৎ পথের দিকে আহ্বান করত, আখিরাতে তারা একে অন্যের অবদানের প্রশংসা করবে। ৪৩/৬৭

বিপদাপদে একজন মুমিন ভেঙে পড়ার পরিবর্তে নিজের ভুল আবিষ্কার করে সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করবে। কারণ, আল্লাহ বলেন, পার্থিব জীবনের বিপদ মানুষের হাতের কামাই তথা কর্মেরই ফল। তবে বহু কর্মের ফল আল্লাহর ভোগ করান না, সেসব তিনি ক্ষমা করে দেন। ৪২/৩০

আজকের দোয়া

যানবাহনে আরোহণের দোয়া:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

অর্থ: পবিত্র তিনি, যিনি এসবকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এসবকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। ৪৩/১৩-১৪

CamScanner

২৩তম তারাবীহ

২৩তম তারাবীহতে কুরআনের পঠিতব্য অংশ হলো ২৬ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা আহকাফ, মুহাম্মাদ, ফাতহ, হুজুরাত, ক্বাফ ও যারিয়াতের প্রথমার্ধ।

ঘটনাবলি

হূদ (আ.) এবং তার আগে-পরে অনেক নবী অমসৃণ টিলাময় ভূমিতে আদ জাতিকে একত্ববাদের আহ্বান করেন। তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করা হলে তারা আল্লাহর আযাব হাজির করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। হূদ (আ.) সাফ জানিয়ে দেন, আমার কাজ আল্লাহর ফরমান পৌঁছে দেওয়া। আযাব কখন আসবে সেটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়। এরপর যখন আযাব এলো, আযাবের মেঘ দেখে তারা সাধারণ মেঘ মনে করল। অথচ সাধারণ ওই মেঘের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল তাদের সর্বনাশ। তারা ছিল শক্তিশালী সম্প্রদায়। কিন্তু দৈহিক শক্তি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ৪৬/২১-২৬

ধারাবাহিকভাবে কয়েকজন নবী-রাসূলের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মুশরিকদের অবাধ্যতার ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। সূরা যারিয়াতের প্রথম অংশে ইবরাহীম (আ.) এবং পরবর্তী পারায় অবশিষ্টদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী একাধারে বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা ছিলেন, তবু ফেরেশতাগণ আল্লাহর তরফ থেকে মহাজ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ নিয়ে আসেন। ৫১/২৪-৩০

জিনদের ইসলাম গ্রহণ

প্রিয়নবী (সা.) মানুষ ও জিন সবারই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তায়েফবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি, বরং রাসূলকে (সা.) তারা আহত করে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মক্কায় ফেরার পথে তিনি নাখলা নামক স্থানে বিশ্রাম নেন। সেখানে ফজরের সালাতে জিনদের একটি দল উপস্থিত হয়ে নবীজির কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান আনে এবং স্বজাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। ৪৬/২৯-৩২

CamScanner

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ান

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন স্বপ্নে দেখলেন, সাহাবীদের নিয়ে তিনি মসজিদুল হারামে উমরাহ করছেন। নবীদের স্বপ্ন ওহী। রাসূল (সা.) ঐশী নির্দেশ পালনে চৌদ্দশ সাহাবী নিয়ে মক্কার পথে রওনা হলেন। উদ্দেশ্য উমরাহ পালন। ঘটনা ষষ্ঠ হিজরীর। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছনোর পর কাফেলা মক্কার মুশরিক দ্বারা বাধাগ্রস্থ হলো। আলোচনার জন্য উসমান (রা.)-কে পাঠানো হলো মক্কায়। এরই মাঝে মুশরিকরা উসমানকে হত্যা করেছে মর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়ল। তখন রাসূল (সা.) একটি গাছের নিচে সাহাবীদের থেকে এই হত্যার বদলা নেওয়ার বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করলেন। এই বাইয়াতকে বলা হয় বাইয়াতে রিদওয়ান। পরে অবশ্য নিরাপদে ফিরে আসেন উসমান (রা.)। এ সময় মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিই ইসলামের ইতিহাসে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী মনে হলেও মহান আল্লাহ এটাকেই সুস্পষ্ট বিজয় আখ্যা দেন। পরবর্তীতে দিকে দিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়া ও মক্কা বিজয়ের বীজ এই সন্ধির মাঝেই বপিত হয়েছিল। সন্ধি-চুক্তি সাহাবীদের মনোপূত না হওয়ায় মহান আল্লাহ তাদের ওপর সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাযিল করেন।

নবীর স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। তিনি সাহাবীদের নিয়ে অচিরেই মক্কায় প্রবেশ করবেন মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। পরবর্তী বছর সেটি বাস্তবায়িতও হয়। এ অভিযানে মুনাফিকরা অংশগ্রহণ করেনি। তাদের বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে সূরা ফাতহে। হুদায়বিয়ার চুক্তির শর্তে মন খারাপ করা সাহাবীদের সু-সংবাদ দেওয়া হয় যে, অচিরেই (মক্কা বিজয়ের পূর্বে) তারা একটি বিজয় অর্জন করবে, তাতে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হবে। হুদায়বিয়ার সন্ধির এক মাসের মধ্যেই খায়বার বিজয়ের মাধ্যমে সে ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। ৪৮/১-২৯

ঈমান-আকীদা

পুনরুত্থান সত্য। মহান আল্লাহ যেহেতু সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর জ্ঞানও রাখেন, বরং তিনি মনের জল্পনা-কল্পনার জ্ঞানও রাখেন এবং তিনি জ্ঞানগতভাবে মানুষের ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী; তাই মানুষের দেহাবশেষ মাটিতে মিশে গেলেও তা সংরক্ষণ, একত্রকরণ এবং পুনরায় সৃষ্টিকরণ তার পক্ষে অসম্ভব নয়। ৫০/১৫-১৮

আদেশ

- পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। ৪৬/১৫
- আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়া। ৪৬/৩১

CamScanner

- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। ৪৬/৩১
- ধৈর্য ধারণ করা। ৪৬/৩৫
- নিজের জন্য এবং মুমিন নারী-পুরুষের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৪৭/১৯
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ৪৭/৩৩
- তাকওয়া অবলম্বন করা। ৪৯/১
- সংবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করা। ৪৯/৬
- কলহে লিপ্ত মুসলিমদের মাঝে মীমাংসা ও ন্যায়বিচার করা। ৪৯/৯
- মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাকা। ৪৯/১২
- কাফির-মুশরিকদের কষ্টদায়ক কথাবার্তায় ধৈর্য ধারণ করা। ৫০/৩৯
- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা। ৫০/৩৯
- রাত্রের কিছু অংশে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা। ৫০/৪০
- কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দেওয়া। ৫০/৪৫

নিষেধ

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। ৪৬/২১
- নিজেদের আমলসমূহকে নষ্ট না করা। ৪৭/৩৩
- মনোবল না হারানো। ৪৭/৩৫

বিধি-বিধান

মুসলমানদের স্বার্থ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া কিংবা চরম শাস্তি দেওয়া বা কোনো সেবায় নিয়োজিত করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। ৪৭/৪

মহান আল্লাহ গর্ভধারণ ও দুধপানের সময়সীমা ত্রিশ মাস উল্লেখ করেছেন। গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস এবং দুধপানের মেয়াদ বাকি চব্বিশ মাস বা দুই বছর। ৪৬/১৫

CamScanner

গীবতের ভয়াবহতা

অগোচরে কারো ব্যাপারে এমন কিছু আলোচনা করাকে গীবত বলা হয়, যা তার সম্মুখে বললে তিনি কষ্ট পান। যদিও বিষয়টি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। গীবত করতে নিষেধ করার পাশাপাশি মহান আল্লাহ গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের মতো অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ৪৯/১২

ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম

তাওহীদের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে কুরআন জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদের বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করার পূর্বে তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ৪৭/১৯

বংশ গৌরব নয়, তাকওয়াই মর্যাদার চাবিকাঠি

পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধার্থে মহান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। জাতিগত উঁচু-নিচু মর্যাদার কোনো বিষয় নয়। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। ৪৯/১৩

রাসূলের প্রতি শিষ্টাচার

মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে রাসূল (সা.)-এর প্রতি আদব ও শিষ্টাচার রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। (এক) আল্লাহ ও রাসূলের সম্মুখে আগ বাড়িয়ে কথা না বলা। (দুই) নিজেদের পারস্পরিক কথার মতো রাসূলের সামনে উঁচু স্বরে কথা না বলা। অন্যথায় আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে। যারা রাসূলের সম্মুখে কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তাদের অন্তরকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন। এ নির্দেশ রাসূলের ব্যাপারে দেওয়া হলেও যে কোনো সম্মানিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে এই ভদ্রতা রক্ষা করা প্রশংসনীয় গুণ। ৪৯/১-৩

শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ গঠনে ছয় দফা

পুরো সূরা হুজুরাত জুড়ে মুসলমানদের শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে এই সূরায় কয়েকটি জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ধারণ করলে একটি সমাজ সুষ্ঠু ও শান্তিময় হতে বাধ্য। (এক) কাউকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ না করা। (দুই) পরস্পরে নিন্দা ও দোষারোপ না করা। (তিন) মন্দ নামে না ডাকা। (চার) মন্দ ধারণা থেকে বিরত থাকা। (পাঁচ) দোষ অন্বেষণ না করা। (ছয়) গীবত না করা। ৪৯/১-১৩

মুত্তাকীদের চার বৈশিষ্ট্য

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুত্তাকীদের প্রায় পঞ্চাশটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে

CamScanner

সূরা যারিয়াতে চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। মুত্তাকীগণ, যারা জান্নাতে আল্লাহর নিয়ামতধন্য হবেন তারা হলেন— (এক) মুহসিন বা সৎকর্মশীল। (দুই) রাতে জেগে ইবাদতকারী (তিন) ভোর রাতে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফারকারী। (চার) অভাবী ও বঞ্চিতদের জন্য দানকারী। ৫১/১৫-১৯

কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা অন্তর তালাবন্ধ থাকার লক্ষণ

নানা কারণে অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে যায়। পাপে ডুবে থাকতে থাকতে অন্তর চেতনাহীন ও কঠোর হয়ে যায়। ফলে এই অন্তর ভালো-মন্দ পরখ কিংবা কুরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে ব্যর্থ হয়। সূরা আ'রাফে আল্লাহ বলেছেন, যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রদর্শন করে, তাদেরকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ করে রাখা হয় (৭/১৪৬)। সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি অন্তরে তালা লেগে আছে'! ৪৭/২৪

সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য

(এক) কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর (দুই) মুমিনদের প্রতি দয়ালু (তিন) তারা কখনো রুকুতে কখনো সিজদায় রত থাকেন (চার) তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশী (পাঁচ) তাদের চেহারা সিজদার চিহ্ন বিশিষ্ট। ৪৮/২৯

সাহাবীদের মর্যাদা ও তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্টির ঘোষণা

(এক) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় নবীজির হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবীদের প্রতি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়েছে। (দুই) স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন—তারা নিষ্ঠার সাথে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। (তিন) তাদের ওপর আল্লাহ প্রশান্তি নাযিল করেছেন। (চার) হুদায়বিয়ার ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে আসন্ন (খায়বার) বিজয়-সহ বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের ঘোষণা দেন আল্লাহ। ৪৮/১৮-১৯

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণের মতো ধৈর্যের নির্দেশ

মুহাম্মাদ (সা.)-কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণের মতো ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অসীম সাহসের অধিকারী রাসূলগণ বলতে পাঁচজন রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। যথা: মুহাম্মাদ, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)। ৪৬/৩৫

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে মুশরিকরা জিদ ও অহংকার বশত 'মিন মুহাম্মদির রাসূলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে' কথাটি লিখতে দেয়নি। তাদের এই

CamScanner

আচরণে মুসলিমরা কষ্ট পান। সেই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ নিজে ঘোষণা দেন— 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। ৪৮/২৯

মুসলমানের বিপদাপদে ভেঙে পড়া সাজে না

মুসলমানদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। এ কারণে বিপদাপদে মুসলমানরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে, যা তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে নাস্তিক-অবিশ্বাসীদের কোনো অভিভাবক নেই। তাই তাদের দুশ্চিন্তাও বেশি। ৪৭/১১

সন্তানের জন্য মায়ের কষ্ট

মহান আল্লাহ পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে সন্তানের জন্যে মায়ের কষ্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'মা তাকে অতি কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেন এবং অতি কষ্টের সাথে প্রসব করেন। ৪৬/১৫

মুনাফিকদের মৃত্যুর যন্ত্রণা

চেহারা ও পেছনের দিকে থেকে আঘাত করতে করতে মুনাফিকদের জান কবজ করা হবে। ৪৭/২৭-২৮

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী

অনেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে কার্পণ্য করে। মূলত তারা নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তার মুখাপেক্ষী। আল্লাহর বিধানাবলি পালন থেকে যদি কোনো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে মহান আল্লাহ অন্যদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যারা তাদের মতো হবে না। ৪৭/৩৮

আল্লাহ কেন সরাসরি কাফিরদের ধ্বংস করেন না

সীমালঙ্ঘনকারী, অত্যাচারীদের দমন করতে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের বহু কষ্ট পোহাতে হয়েছে। অথচ আল্লাহ চাইলে এক মুহূর্তে তাদের বিনাশ ঘটাতে পারতেন। সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

'আল্লাহ চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কিছু মানুষকে দিয়ে অপর কিছু মানুষকে পরীক্ষা করতে চান'। ৪৭/৪

আরো বলা হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই পরীক্ষা করবেন ঈমানদারদের মধ্যে কারা

CamScanner

ধৈর্যশীল মুজাহিদ। ৪৭/৩১

মৃত্যু যন্ত্রণা ও জাহান্নামের বর্ণনা

মৃত্যু থেকে সবাই পালাতে চায়। অথচ মৃত্যু থেকে পালানো অসম্ভব। মহাপ্রলয় ও কিয়ামতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন ঠিকই শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। সেদিন প্রতিটি মানুষের সাথে একজন সাক্ষী থাকবে এবং একজন তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের মাঠে। এই দুইজন হলেন সেই দুই ফেরেশতা, যারা আজীবন তার সঙ্গে ছিলেন এবং আমলনামা লিখেছিলেন। সেদিন অবিশ্বাসী ও পাপিষ্ঠদের বলা হবে, এই দিবস সম্পর্কে তুমি উদাসীন ছিলে। আজ তোমার ওপরে থাকা যবনিকা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তোমার চোখ এখন প্রখর। আমলনামা দেখিয়ে কেরামান কাতিবীন ফেরেশতা তার অপরাধ প্রমাণ করবেন। সঙ্গের দুই ফেরেশতাকেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হবে। তখন কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হবে পাপিষ্ঠরা। ধমক দিয়ে তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন জাহান্নামকে আল্লাহ বলবেন, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? জাহান্নাম বলবে, আরো মানুষ থাকলে আমি গ্রাস করতে প্রস্তুত আছি। ৫০/১৯-৩০

আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন

আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। ৪৯/৯

আজকের শিক্ষা

মহান আল্লাহ হামিয়্যাতুল জাহিলিয়্যাহ বা জাহেলি অহমিকা ও সংকীর্ণতার নিন্দা করেছেন। জাহেলি অহমিকা হলো তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা, যা রক্ষা করতে গিয়ে সত্য গ্রহণ করা হয় না। মক্কার মুশরিকরা এই অহমিকার কারণেই রাসূলের আনুগত্য করতে পারেনি। আজও অনেকে এই মিছে মর্যাদা ও অহমিকার কারণে ভালো গ্রহণ এবং মন্দ বর্জন করতে পারে না। ৪৮/২৬

মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করার জন্য ডানে ও বামে দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। সুতরাং প্রতিটি কথা ও কাজের সময় আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চিন্তা থাকা উচিত। ৫০/১৭-১৮

আজকের দোয়া

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফীক দান করুন। আর আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকেও (সেই) যোগ্যতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তাওবা করছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৬/১৫

CamScanner

২৪তম তারাবীহ

২৪তম তারাবীহতে কুরআনের পঠিতব্য অংশ ২৭ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা যারিয়াতের শেষার্ধ, সূরা তূর, নাজম, ক্বামার, রহমান, ওয়াকিয়াহ ও হাদীদ।

ঘটনাবলি

কাফিরদের অবাধ্যতা ও ক্রমাগত সীমালঙ্ঘনে যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন তাকে সান্ত্বনা দিতে কয়েকজন নবী-রাসূলের সংগ্রামমুখর জীবনের আলোকচ্ছটা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন আল্লাহ। যার কিছু অংশ বিগত পারায় অতিবাহিত হয়েছে। বাকি অংশ আজকের পারায় আলোচিত হয়েছে।

লূত (আ.)-এর সমকামী জাতিকে শাস্তি দিতে (ভূমি উল্টে দেওয়ার পাশাপাশি) আসমান থেকে বিশেষ পাথর নিয়ে এসেছিলেন ফেরেশতাগণ, যে পাথর যার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, সে পাথরে তার নাম লেখা ছিল। তাদের শাস্তির চিহ্ন (জর্ডানের ডেড সী ইত্যাদি) আমাদের শিক্ষার জন্য আজও অক্ষত রয়েছে। সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও ফিরাউন মূসা (আ.)-কে জাদুকর, উন্মাদ বলে অপমান করে। পরে সে নিজেই ঘৃণিত হয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। আদ জাতির ওপর এসেছিল ঝড়ো হাওয়া। এ হাওয়া যে বস্তুর ওপর অতিবাহিত হয়েছে, তা-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। ছামূদ জাতির পাপিষ্ঠদেরকে সাময়িকের জন্য ফূর্তি করার সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর বিকট শব্দ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়, যা তারা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। নূহ (আ.)-এর ফাসেক সম্প্রদায়কেও পাকড়াও করেছিলেন মহান আল্লাহ। তারা নূহকে গালমন্দ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং হত্যার হুমকিও দিয়েছিল। পরিণামে আকাশের দুয়ার খুলে বৃষ্টি নামে। ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে প্রসবন। উভয় প্রকার পানি মিলে সৃষ্টি হয় মহাপ্লাবন; যাতে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয় অবাধ্যরা। সব যুগের সকল নবী-রাসূলকে পাপিষ্ঠরা জাদুকর বা উম্মাদ বলে অবজ্ঞা করেছিল। অবাধ্যতার পরিণাম তারা দুনিয়াতেই ভোগ করে গেছে। ৫১/৩১-৫২, ৫৪/৯-১৬

ঈমান-আকীদা

সূরা হাদীদের শুরুতে মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং অনেকগুলো গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার তাসবীহ পাঠে রত থাকে। তিনি

CamScanner

মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তারই। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর মহা ক্ষমতাবান। তিনি আদি, তিনিই অন্ত। তিনি ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। ভূমিতে যা প্রবেশ করে আর যা ভূমি থেকে বের হয় এবং আকাশে যা ওঠে এবং আকাশ থেকে যা নামে সবই তিনি জানেন। সকল বিষয় তার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি রাতকে দিনের ভেতর আর দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান। তিনি মনের মধ্যে থাকা বিষয়ও জানেন। ৫৭/১-৬

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখনিসৃত বাণীগুলোও ওহী বা আল্লাহর প্রত্যাদেশ। তবে এক প্রকারের ওহী সরাসরি আল্লাহর ভাষ্য এবং জিবরীলের মাধ্যমে আগত। আর সেটি হলো কুরআন। আর অপর প্রকার ওহী হলো নবীজির মুখ দিয়ে বলানো আল্লাহর প্রত্যাদেশ, যা হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তিনি নিজ থেকে কোনো কথা উচ্চারণ করেন না। (তিনি যা কিছু মুখ দিয়ে বলেন) সবই ওহী যা তার কাছে প্রেরণ করা হয়'। ৫৩/৩-৪

মুশরিকরা লাত, উজ্জা ও মানাতের মূর্তিগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করে পূজা-অর্চনা করত। এসব মূর্তির অসারতার কথা তুলে ধরে আল্লাহ বলেছেন, এগুলো কেবল মানুষের তৈরি কিছু নাম, এদের কোনো ক্ষমতা নেই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব কেবল আল্লাহর। ৫৩/১৯-২৬

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন হলো তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস। সূরা ফুরকানে আল্লাহ বলেছেন, তিনি সব কিছু সৃষ্টির পর যথাযথ অনুপাতে নির্ধারণ করেছেন। সূরা ক্বামারে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি যথাযথ নির্ধারণের সাথে'। ৫৪/৪৯

আদেশ

- আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। ৫১/৫০
- কাফির-মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করে চলা। ৫১/৫৪
- উপদেশ দিতে থাকা। কেননা, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। ৫১/৫৫
- প্রতিপালকের আদেশের ওপর অবিচল থাকা। ৫২/৪৮
- তাহাজ্জুদের জন্য বা মজলিস থেকে ওঠার সময়, রাতের কিছু অংশে এবং তারকারাজি অস্ত যাওয়ার সময় আল্লাহর প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করা। ৫২/৪৮-৪৯

CamScanner

- পরিমাপের ক্ষেত্রে ইনসাফের সাথে ওজন করা। ৫৫/৯
- আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। ৫৭/৭
- আল্লাহর দেওয়া সম্পদ হতে আল্লাহর জন্য ব্যয় করা। ৫৭/৭
- আল্লাহকে ভয় করা এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। ৫৭/২৮

নিষেধ

- আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য সাব্যস্ত না করা। ৫১/৫১
- পরিমাপে জুলুম না করা। ৫৫/৮
- ওজনে কম না দেওয়া। ৫৫/৯

জীবনের মূল উদ্দেশ্য

জিন ও মানুষকে আল্লাহ তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এটিই জিন ও মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ৫১/৫৬

যে কথা বলতে গিয়ে পাঁচবার শপথ করেছেন আল্লাহ

অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য শপথ করা হয়। মহান আল্লাহর সব কথাই সন্দেহের উর্ধ্বে। তবু তিনি কিছু কিছু বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে শপথ করেছেন। আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির নামে শপথ করে সেই সৃষ্টির মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত দেন। তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েজ নয়। আল্লাহ তার পাঁচটি বিশাল সৃষ্টির নামে শপথ করে বলেছেন, আল্লাহর আযাব অবশ্যম্ভাবী। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। মহাপ্রলয়ের দিন আকাশ কেঁপে উঠবে এবং পাহাড়সমূহ ভয়ানকভাবে সঞ্চালন করতে থাকবে। সেদিন মহাদুর্ভোগ হবে অবিশ্বাসীদের। ৫২/১-১৪

জান্নাতের বিবরণ

কুরআনের প্রথম দিকে ঈমান, আমল ও বিধি-বিধানের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। আর শেষের দিকে প্রাধান্য পেয়েছে জান্নাত-জাহান্নাম ও কিয়ামত বিষয়ক আলোচনা। জান্নাত শব্দের অর্থ বাগ-বাগিচা। যারা আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবার ভয় ও লাজ অন্তরে লালন করে, তাদের জন্য শাখা-প্রশাখায় পরিপূর্ণ প্রবহমান নহরবিশিষ্ট দুটি জান্নাত থাকবে। সেখানকার ফলমূলের দুটি ধরন থাকবে। একটি পার্থিব জীবনের ফলমূলের অনুরূপ, অপরটি ভিন্নতর (অবশ্য জান্নাতের সকল নিয়ামতের স্বাদ, তৃপ্তি ও মান

CamScanner

দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় হবে না)। জান্নাতীরা পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় থাকবে। ফলমূলগুলো ঝুঁকে থাকবে তাদের প্রতি। সে উদ্যানে তাদের জন্যে পদ্মরাগ ও প্রবালের মতো আনতনয়না সুন্দরী কুমারী স্ত্রীগণ থাকবেন। ঈমান ও আমলের গুণগত তারতম্যের ভিত্তিতে জান্নাতের নিয়ামতরাজিতে তারতম্য থাকবে। সূরা ওয়াকিয়ায় জান্নাতীদের স্বর্ণখচিত উঁচু আসনে মুখোমুখি হেলান দিয়ে বসে থাকার বর্ণনা রয়েছে। পান-পাত্র, জগ ও প্রস্রবণ-নিসৃত স্বচ্ছ সুরাপাত্র নিয়ে চিরকিশোর সেবকেরা ঘোরাফেরা করবে। সেগুলো পানে তাদের মাথাব্যথা হবে না, তারা চেতনাহীনও হবে না। তাদের জন্য থাকবে অফুরন্ত ফলমূল, পাখির গোশত ও লুকিয়ে রাখা মুক্তোর মতো আয়তলোচনা হুর। তারা হবে প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা। জান্নাতীরা সেখানে কোনো অহেতুক ও পাপের কথা শুনবে না, তারা শুনবে কেবল শান্তিপূর্ণ কথা। ৫২/১৭-২৮, ৫৫/৪৬-৭৮; ৫৬/১০-৩৮

জাহান্নামের ভয়াবহতার বিবরণ

যারা জীবদ্দশায় আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়ে পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে বড় বড় পাপাচারে লিপ্ত ছিল, সে সব বামহাত বিশিষ্ট (যাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে) লোকেরা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানিতে। যা না হবে শীতল, না হবে উপকারী। যাক্কুম (দুর্গন্ধ, তেঁতো ও নোংরা) ফল দিয়ে তাদের উদর পূর্ণ করা হবে (যা গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে) এবং তৃষ্ণা রোগে আক্রান্ত উটের মতো ফুটন্ত গরম পানি পান করবে তারা। ৫৬/৪১-৫৬

রাসূলের প্রতি ওহী নাযিলের বর্ণনা এবং মিরাজের প্রমাণ

সূরা নাজমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রিসালাতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ওহী নিয়ে জিবরীলের আগমন বিষয়ে মুশরিকদের সংশয় ছিল। এ সূরায় মুশরিকদের এইসব সংশয়ের অপনোদন করা হয়েছে। জিবরীল (আ.) রাসূলের কাছে মানুষের আকৃতিতে এলেও রাসূল (সা.) তাকে মূল আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন। তার একটি ছিল নবীজির অনুরোধে, অপরটি ছিল ষষ্ঠ বা সপ্তম আকাশে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে মিরাজের রাতে। সিদরাহ মানে বরই গাছ, আর মুনতাহা মানে শেষ। সিদরাতুল মুনতাহার কাছেই জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত। সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করার অনুমতি ফেরেশতাদেরও নেই। মিরাজে প্রিয় নবী আল্লাহর বহু নিদর্শন অবলোকন করেছেন। ৫৩/১-১৮

মুশরিকদের কাছে দশটি প্রশ্ন

আল্লাহ কখনো সাধারণ যুক্তি পেশ করে অবিশ্বাসী-মুশরিকদের কুফর ও সংশয়ের অপনোদন করেছেন, কখনো বা দিয়েছেন উদাহরণ। কখনো প্রশ্ন রেখেছেন তাদের

CamScanner

থাকবে (কাফিরদের জন্য) কঠোর আযাব আর অপর দিকে থাকবে (মুমিনদের জন্য) ক্ষমা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগের উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। ৫৭/২০

পুলসিরাতে মুনাফিকদের অবস্থা

কিয়ামত ও পুলসিরাতে মুমিনরা ঈমানের আলোয় পথ চলবে। মুনাফিকরা সেদিন মুমিনের নূর থেকে আলো গ্রহণের জন্য তাদের পিছু নেবে। তখন মুনাফিকদেরকে মুমিনের পাশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের মাঝে প্রাচীর স্থাপিত হবে, যার ভেতরের অংশে থাকবে আল্লাহর অনুগ্রহ আর বাইরের অংশে থাকবে আযাব। মুনাফিকরা বলবে, দুনিয়ায় কি আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম না? উত্তরে মুমিনরা বলবেন, ছিলে বটে। কিন্তু নিজেদেরকে তোমরা ফিতনায় ফেলেছিলে, সত্য গ্রহণে গড়িমসি করেছিল। তোমরা নিপতিত হয়েছিলে সন্দেহের মধ্যে। ৫৭/১২-১৪

বৈরাগ্যবাদের সূত্রপাত

ঈসা (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়ার পর খ্রিস্টানরা বৈরাগ্যবাদ আবিষ্কার করে। দুনিয়া ও ঘর-সংসার ত্যাগের এই বৈরাগী জীবন যাপনের কোনো নির্দেশ আল্লাহ দেননি। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। ৫৭/২৭

আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

আল্লাহ উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ৫৭/২৩

লোহার উপকারিতা

প্রায় সকল শিল্পেই লোহার প্রয়োজন হয়। মহান আল্লাহ লোহা সম্পর্কে বলেছেন, 'আর আমি লোহা নাযিল করেছি তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের বহু উপকারিতা'। ৫৭/২৫

আজকের শিক্ষা

উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ কুরআনকে সহজ করেছেন। সুতরাং আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী? এই কথা সূরা ক্বামারে চারবার বলেছেন আল্লাহ। সুতরাং কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করার কোনো অবকাশ নেই। ৫৪/১৭,২২,৩২,৪০

মক্কা বিজয়ের আগে এবং মক্কা বিজয়ের পরে যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে, তাদের মর্যাদা সমান নয়। মহান আল্লাহর এই ঘোষণা থেকে পরিষ্কার হয় যে, কঠিন সময়ে ভালো কাজ ও দান-সাদাকার মর্যাদা সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি। ৫৭/১০

CamScanner

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) সহ বহু মনীষীর জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে এই একটি আয়াত। ঈমান-আমলের প্রতি মুসলিমদের অনাসক্তি এবং অন্তরের কঠোরতা দূর করতে আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে তাদের অন্তরগুলো আল্লাহর স্মরণ ও যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিনম্র ও বিগলিত হওয়ার সময় কি এখনো হয়নি?' ৫৭/১৬

মুমিনদের আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং ভালো ও নেক কাজ প্রতিযোগিতামূলকভাবে করা উচিত। ৫৭/২১

CamScanner

২৫তম তারাবীহ

২৫তম তারাবীহ জুড়ে আছে কুরআনের ২৮ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা মুজাদালাহ, হাশর, মুমতাহিনাহ, সাফ্, জুমআহ, মুনাফিকুন, তাগাবুন, তালাক ও তাহরীম।

ঘটনাবলি

আওস বিন সামিতের স্ত্রী ছিলেন খাওলা (রা.)। ইসলামপূর্ব যুগ থেকে আরবে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। কেউ যদি স্ত্রীকে বলত, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো' অথবা 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো'—তবে তাদের মধ্যে আর দাম্পত্য সম্পর্ক থাকত না। এটাকে বলা হয় জেহার। আওস (রা) একবার রাগের বশে স্ত্রীকে এমন কথা বলেছিলেন। পরে তিনি অনুতপ্ত হলে খাওলা (রা.) রাসূলের কাছে এলেন মাসআলা জানতে। ইসলামে এ বিষয়ে তখনো কোনো বিধান নাযিল হয়নি। রাসূল (সা.) তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা বললেন। এদিকে খাওলা (রা.) বারবার বলতে লাগলেন, তিনি তো তালাক দেননি, তাহলে কেন সম্পর্ক থাকবে না! এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জেহারের বিধি-বিধান নাযিল হয়। ৫৮/১-৪

হিজরতের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার গোত্রসমূহকে নিয়ে যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইতিহাসে সেটা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। ইহুদী গোত্র বনী নাযীরের নেতা কাব বিন আশরাফ চুক্তিভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা আঁটে। মদীনা সনদের একটি ধারা ছিল—রক্তমূল্য পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলো পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) তাদের কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করতে গেলে তারা রাসূলকে হত্যা করার নীল নকশা আঁকে। উপর্যুপরি চুক্তিভঙ্গের কারণে রাসূল (সা.) তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। তারা মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্ররোচনায় যুদ্ধের চেষ্টা করলে মুসলিমরা প্রতিহত করে। ইহুদী বনু নাযীর তাদের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরপর তারা পুনর্বাসনে সম্মত হলে প্রিয়নবী সৌজন্য প্রদর্শন করে তাদেরকে আসবাবপত্র সাথে নেওয়ার অনুমতি দেন, শুধু অস্ত্রগুলো বাজেয়াপ্ত করেন। তাদের কিছু লোক সিরিয়ায় আর কিছু লোক মদীনার অদূরে খায়বারে গিয়ে বসতি গড়ে। মদীনাত্যাগের সময় মালপত্র গোছানোর ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাদেরকে সাহায্য

CamScanner

করছিলেন। এই নির্বাসনকে 'প্রথম সমাবেশ' বলা হয়েছে। এরপর উমর (রা.)-এর শাসন আমলে দ্বিতীয় দফায় যে নির্বাসন হয় সেটাকে 'দ্বিতীয় সমাবেশ' বলা হয়। ৫৯/১-২০

মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়া সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করলে রাসূল (সা.) মক্কায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে হাতিব ইবনে আবি বালতাআ (রা.)-এর পরিবার ছিল মক্কায়। তিনি ভাবলেন, রাসূলের এই অভিযানের খবর মক্কায় পাচার করলে মক্কাবাসী তার পরিবারের কোনো ক্ষতি করবে না। এই ভেবে একজন নারীর মাধ্যমে তিনি যুদ্ধ-প্রস্তুতির সংবাদ মক্কায় পাঠালেন। এই ঘটনা ওহীর মাধ্যমে রাসূলকে জানিয়ে দেওয়া হলো। রাসূল (সা.) সংবাদবাহক সেই নারীকে ধরতে আলী, মিকদাদ ও যুবায়ের (রা.)-কে পাঠালেন। পথিমধ্যে তারা গুপ্তচর নারীর চুলের খোঁপা থেকে হাতিমের চিঠি উদ্ধার করে আনলেন। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, ঈমানদাররা যেন কাফিরদেরকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। ৬০/১-৪

রাসূল (সা.) আসরের পর সব স্ত্রীর ঘরে গিয়ে কুশল বিনিময় করতেন। একদিন যায়নাব (রা.) তাকে মধু পান করতে দিলেন। এরপর পালাক্রমে তিনি আয়েশা ও হাফসা (রা.)-এর কাছে গেলে তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বললেন, আপনি কি মাগাফীর (দুর্গন্ধযুক্ত এক ধরণের আঠালো ফল) খেয়েছেন? রাসূল (সা.) বললেন, না। আমি তো মধু খেয়েছি। মৌমাছি হয়তো মাগাফীর থেকে মধু আহরণ করেছে, এমন ধারণা করা হলো। এদিকে রাসূল (সা.) মুখের দুর্গন্ধকে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি সংকল্প করলেন, আর কখনো মধু খাবেন না। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন— স্ত্রীদের খুশি করতে কেন আপনি হালাল পানীয় নিজের ওপর হারাম করেন। ৬৬/১-৫

ঈমান-আকীদা

আল্লাহর নিরানব্বইটি (গুণবাচক) নাম আছে। যে ব্যক্তি নামগুলো সংরক্ষণ (মুখস্থ, বিশ্বাস ও ধারণ) করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১] সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতে আল্লাহর সত্তাগত নাম ছাড়াও ষোলটি নাম বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর অর্থ অনুধাবন ও বিশ্বাস করা কর্তব্য। এ আয়াতগুলো সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা সম্পর্কিত হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে হাদীস বিশারদগণের নানা মত রয়েছে। তবে আল্লাহর গুণবাচক নামের কারণে আয়াতগুলোর বিশেষ মর্যাদা অনস্বীকার্য। ৫৯/২২-২৪

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হলো 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য বৈরিতা। ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা উভয়ই হতে হবে আল্লাহর জন্য। এটাই ঈমানের দাবি। ৬০/১

---

[১] সহীহ বুখারী, ২৭৩৬; সহীহ মুসলিম, ২৬৭৭

বিধি-বিধান

স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে (হারাম হওয়ার দিক থেকে) তুলনা করে যদি বলা হয়—'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো হারাম' তাহলে এটাকে 'জেহার' বলা হয়। জেহার করলে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ নিষিদ্ধ। তবে প্রত্যাহার করতে চাইলে কাফফারা দিতে হবে। জেহারের কাফফারা ক্রীতদাস মুক্ত করা। সামর্থ্য না থাকলে বিরতিহীন ষাটটি রোজা রাখতে হবে। সেই সামর্থ্যও না থাকলে ষাটজন মিসকীনকে দুইবেলা খাবার খাওয়াতে হবে। এরপর দাম্পত্য-সম্পর্ক হালাল হবে। ৫৮/৩-৪

যুদ্ধ ব্যতীত কাফির-মুশরিকদের রেখে যাওয়া সম্পদকে 'ফাই' বলে। ফাই-এর সম্পদ রাসূল (সা.)-কে বণ্টনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৫৯/৭-৮

কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলিমদের বিয়ে বৈধ নয়। স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করলে অপরজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। সে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ৬০/১০

জুমার আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করা কর্তব্য। এই সময় জুমার দিকে ধাবিত হতে হবে। ৬২/৯

ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক অটুট থাকুক। একান্ত বিচ্ছেদ করতে চাইলে কয়েকটি নীতিমালা দেওয়া হয়েছে। বিচ্ছেদের পর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে চাইলে তিনটি ঋতু অতিক্রম করতে হয়। এই সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়। ইদ্দত পালনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তালাক দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঋতুর আগে পবিত্র অবস্থায় (শারীরিক সম্পর্কের পূর্বে) তালাক দিতে হবে, যেন ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা যায়। ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষেধ। তালাকের পর স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করতে হবে এবং ইদ্দতের সময়কার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হবে। আরেকটি মূলনীতি হলো, সব সময় প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিতে হবে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করতে চাইলে দুজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর সামনে প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছে (যদিও সাক্ষী রাখাটা আবশ্যক নয়, তবে উত্তম)। যাদের ঋতু হয় না, তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব করা। তালাক হয়ে গেলেও ইদ্দতের সময়কালে স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ, যথাযথ ভরণ-পোষণ প্রদান স্বামীর দায়িত্ব। ৬৫/১-৭

আদেশ

- সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে একান্ত আলাপ করা ও আল্লাহকে ভয় করা। ৫৮/৯

CamScanner

- একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ৫৮/১০
- সালাত আদায় করা। ৫৮/১৩
- যাকাত প্রদান করা। ৫৮/১৩
- আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। ৫৮/১৩
- উপদেশ গ্রহণ করা। ৫৯/২
- জুমার আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে জুমার সালাতের দিকে ধাবিত হওয়া। ৬২/৯
- সালাত শেষে জমিনে ছড়িয়ে পড়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা। ৬২/১০
- অধিক পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করা। ৬২/১০
- আল্লাহর দেওয়া রিযিক হতে (আল্লাহর নির্দেশিত পথে) ব্যয় করা। ৬৩/১০
- আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করা। ৬৪/১২
- নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। ৬৬/৬
- খাঁটি তাওবা করা। ৬৬/৮
- কাফির-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা। ৬৬/৯

নিষেধ

- গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের নাফরমানির ব্যাপারে কানাঘুষা না করা। ৫৮/৯
- তাদের মতো না হওয়া, যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ায় তিনি তাদের আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ৫৯/১৯
- কাফিরদেরকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করা। ৬০/১
- মুমিনদেরকে কাফিরদের হাতে তুলে না দেওয়া। ৬০/১০

রাসূলের আনুগত্যের গুরুত্ব

রাসূলের আনুগত্যই প্রকারান্তরে ইসলাম। নিচের দুটি আয়াতে ইসলামের করণীয়-বর্জনীয় নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। প্রথম আয়াত: 'যারা আল্লাহ ও পরকালে

CamScanner

বিশ্বাস করে, তাদের জন্য রাসূলের (জীবন-দর্শন ও কর্মপন্থার) মধ্যে অনুপম আদর্শ রয়েছে'। ৬২/৬

দ্বিতীয় আয়াত: 'রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা সেটাকে গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাকো'। ৫৯/৭

মুমিন নারীদের প্রতি প্রিয় নবীর ছয়টি নির্দেশ

মহান আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে মুহাজির নারীদের থেকে ছয়টি বিষয়ে বাইয়াত (শপথ) গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। (এক) শিরক না করা। (দুই) চুরি না করা। (তিন) ব্যভিচার না করা। (চার) সন্তান হত্যা না করা (জাহেলি যুগে কন্যা সন্তান হত্যার প্রথা ছিল)। (পাঁচ) মিথ্যা অপবাদ না দেওয়া। (ছয়) ভালো কাজে রাসূলের অবাধ্য না হওয়া। ৬০/১২

মুহাজির-আনসারদের মর্যাদা ও আত্মত্যাগ

মক্কা থেকে হিজরত করে আসা মুহাজিরদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের সম্পদ ও ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছেন কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায়। তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যকারী এবং সত্যাশ্রয়ী। মদীনার আনসারীদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, তারা আগে থেকে ঈমান এনেছেন এবং মক্কা থেকে আগত সাহাবীদের ভালোবাসেন। সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে আসা মুহাজিরদেরকে তারা নিঃসংকোচে সহযোগিতা করেন এবং অভাব-অনটন সত্ত্বেও অন্যের সহযোগিতাকে তারা অগ্রাধিকার দেন। ৫৯/৮-৯

মজলিসের শিষ্টাচার

প্রিয়নবীর মজলিশে একবার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠ ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূল (সা.) সবাইকে চাপাচাপি করে বসতে বললেন। তাতেও সবার জায়গা হলো না। তখন রাসূল (সা.) কয়েকজনকে উঠে অন্যদের বসার জায়গা দিতে বললেন। এদিকে মজলিশে ছিল কয়েকজন ছদ্মবেশী মুসলিম (মুনাফিক)। তারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও মর্যাদাবান সাহাবীদের বসতে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিল। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ নির্দেশ নাযিল করলেন: 'তোমরা মজলিশে অন্যদের স্থান সংকুলান করে দিও। তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান সংকুলান করে দিবেন। আর যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যাবে'। এ আয়াতে মজলিশে অন্যদের বসতে দেওয়ার শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে। আর বয়স্ক ও মর্যাদাবানদের জন্য প্রয়োজনে উঠে গিয়ে স্থান করে দেওয়ার ভদ্রতাও শেখানো হয়েছে। ৫৮/১১

চারজন নারীর দৃষ্টান্ত

মহান আল্লাহ চারজন নারীর উদাহরণ দিয়েছেন। দুইজন মন্দ নারীর উদাহরণ। তারা হলো

CamScanner

নূহ ও লূত (আ)-এর স্ত্রী। নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত ছিল। নবীপত্নীর পরিচয়ও কৃতকর্মের পরিণতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। আর অপর দুইজন মুমিন ও সৎকর্মশীল নারীর উদাহরণ। তারা হলেন ফিরাউনের স্ত্রী (আসিয়া) ও মারইয়াম, যিনি ঈসা (আ.)-এর মা। ফিরাউনের নির্যাতনের সময় আসিয়া জান্নাতে গৃহ নির্মাণ ও জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি চেয়ে দোয়া করেন। আর মারইয়াম সতিত্ব হেফাজতকারী, আল্লাহর বাণীসমূহে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আল্লাহর অনুগত বান্দী ছিলেন। ৬৬/১০-১২

অমুসলিমদের সাথে আচরণ

যেসব অমুসলিম মুসলমানদেরকে ভিটেমাটি থেকে তাড়িয়ে দেয়নি এবং ধর্মযুদ্ধে বাধ্য করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। বরং তিনি ন্যয়নিষ্ঠদের পছন্দ করেন। ৬০/৮

লাভজনক বাণিজ্য

আল্লাহ মুমিনদেরকে আখিরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষাকারী বাণিজ্যের আহ্বান করেছেন। সে বাণিজ্যের বিনিয়োগ হলো, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এতে তিন ধরনের লাভ হবে। এক. আল্লাহর ক্ষমা লাভ। দুই. জান্নাত লাভের মহাসাফল্য। তিন. আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য ও বিজয়। ৬১/১০-১৩

দৃষ্টান্ত

মুনাফিকদের আচরণকে শয়তানের আচরণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায় অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে কেউ যখন বিপদে বা শাস্তির মুখোমুখি হয়, শয়তান তখন দায় অস্বীকার করে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে। মুনাফিকদের দৃষ্টান্তও অনুরূপ। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী-মুশরিকদেরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে। এরপর যখন সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তখন তারা পিছু হটে। ৫৯/১৬

আজকের শিক্ষা

সৃষ্টিজগতে এমন কোনো জায়গা নেই, যা আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে। সুতরাং মানুষ জনসমাগমে বা নির্জনে, খোলা আকাশের নিচে কিংবা গুহার অভ্যন্তরে, যেখানেই সে যা কিছু বলুক অথবা করুক, সে আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। মানুষ ভালোমন্দ যা-ই করুক কিয়ামতের দিন তিনি তা জানিয়ে দিবেন এবং বিনিময় বুঝিয়ে দিবেন। ৫৮/৭

যারা ঈমানদার ও ইলমের অধিকারী (জ্ঞানী), তাদেরকে আল্লাহ বহু মর্যাদায় উন্নীত

CamScanner

করবেন। ৫৮/১১

আল্লাহর আলো কেউ কখনো নেভাতে পারবে না। কাফিররা আল্লাহর আলোকে ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই। ৬১/৮

মুমিনদেরকে আল্লাহ সতর্ক করেছেন, যেন সম্পদ বা সন্তান তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে না দেয়। অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৬৩/৯

আল্লাহর নির্দেশিত পথে দানের গুরুত্ব এত বেশি যে, মৃত্যু আসার পর অবিশ্বাসী ও কৃপণরা বলবে, হে আল্লাহ, আমার মৃত্যু আরেকটু পিছিয়ে দিলে না কেন! তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। ৬৩/১০

যারা তাকওয়া অবলম্বন (অর্থাৎ আল্লাহকে যথাযথ ভয় এবং তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য) করবে, তারা যত বিপদেই পড়ুক না কেন, যত সমস্যার মুখোমুখিই হোক না কেন, আল্লাহ তাদের পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দেবেন এবং কল্পনাতীত উপায়ে রিযিক দান করবেন। ৬৩/২-৩

যেসব স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহর নাফরমানির পথে চলতে উৎসাহিত বা পরিচালিত করে, তারা মুমিনের শত্রুতুল্য। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য (ভুল বুঝতে পারলে) ক্ষমার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। ৬৪/১৪

মুসলিম কখনো আত্মকেন্দ্রীক হবে না, বরং পরিবার ও প্রতিবেশীদের কথাও ভাববে। মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা বাঁচাও'। ৬৬/৬

মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ, তারা যেন তাওবায়ে নাসূহা করে। তাওবায়ে নাসূহা অর্থ খাঁটি তাওবা। যে তাওবার পর ব্যক্তি আর সেই অন্যায়ে লিপ্ত হবে না, সেটাই তাওবায়ে নাসূহা বা খাঁটি তাওবা। ৬৬/৮

আজকের দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা করুন আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু। ৫৯/১০

CamScanner

২৬তম তারাবীহ

২৬তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ২৯ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা মূলক, কলম, হাক্কাহ, মাআরিজ, নূহ, জিন, মুযযাম্মিল, মুদ্দাসসির, কিয়ামাহ, দাহর ও মুরসালাত।

ঘটনাবলি

নূহ (আ.)-এর ঘটনা কুরআনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাসমূহের একটি। অন্যান্য সূরায় নূহ (আ.) ও তার জাতি সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড আলোচনা থাকলেও সূরা নূহের পুরো অংশ আলোকিত হয়ে আছে আল্লাহর এই প্রিয় রাসূলের আলোচনায়। আল্লাহর নবী নূহ (আ.) স্বজাতিকে নিরলসভাবে টানা সাড়ে নয়শ বছর তাওহীদের দাওয়াত দেন। সুদীর্ঘ সময়ের এ দাওয়াতে একশজন মানুষও তার প্রতি ঈমান আনেনি। তারপরও তিনি হাল ছাড়েননি। কখনো রাতে কখনো দিনে, কখনো প্রকাশ্যে কখনো গোপনে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি স্বজাতিকে স্মরণ করাতে থাকে আল্লাহর অনুগ্রহরাজি। আর তার জাতি দাওয়াত না শোনার জন্য কানে আঙুল দিয়ে রাখত। কখনো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত শরীর। মোটকথা, তারা অবাধ্যতায় অটল রইল। ক্রমাগত তাদের অহংকার প্রদর্শিত হতে থাকল। তারা পরস্পরকে বলত, তোমরা কস্মিনকালেও নূহের কথায় নিজেদের উপাস্য তথা 'ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাসরকে' পরিহার করবে না। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে নূহ (আ.) আল্লাহর আযাব প্রার্থনা করলেন। অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের পরিণামে তারা মহাপ্লাবনের ডুবে মরল। এরপর শুরু হয় তাদের বারযাখী জীবনে জাহান্নামের আযাব। নূহ (আ.)-এর ধৈর্য, নিরলস পরিশ্রম এবং দায়িত্ব পালনের অটলতা আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষা। দীর্ঘকাল পরে হলেও আল্লাহর গযব প্রমাণ করে, তিনি ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। ৭১/১-২৮

বাগানের মালিক সম্পদের হক আদায় না করায় অর্থাৎ গরিব-দুঃখীকে তাদের প্রাপ্য না দেওয়ায় বাগান মালিকের নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে সূরা কলমে। ৬৮/১৭-৩৩

সূরা মুলকের দুই আলোচ্য বিষয়

মুলক মানে রাজত্ব। সূরা মুলকে প্রধানত দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমত,

CamScanner

আল্লাহর রাজত্ব, তার নিখুঁত সৃষ্টি ও অনুগ্রহের বর্ণনা। আর দ্বিতীয়টি হলো, কিয়ামত ও আখিরাতের আলোচনা। শুরুতে মরণ ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণা করা হয়েছে। বান্দার মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে, তা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। তিনি সাত আকাশ নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর আকাশকে বহু নক্ষত্র দিয়ে সাজিয়েছেন। জমিনকে চলাচল ও বাসযোগ্য করেছেন, আকাশে পাখিদের ওড়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর। অবিশ্বাসীদের যখন নিকৃষ্ট ঠিকানা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা ভয়ংকর গর্জন শুনতে পাবে এবং জাহান্নাম থাকবে উদ্বেলিত। যেন ক্রোধে ফেটে পড়ছে—এমন অবস্থা হবে জাহান্নামের। নিক্ষেপের সময় প্রহরীরা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি সতর্ককারী আসেনি? তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। ৬৭/১-৩০

তিনটি সূরার পুরো অংশ জুড়ে কিয়ামতের যৌক্তিকতা ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে

সূরা হাক্কাহ: এই সূরার শুরুতে কিয়ামতের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করে আদ-ছামূদ জাতির কিয়ামত অস্বীকারের পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। মহানাদের ভীষণ বিপর্যয় দ্বারা ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়। আর আদ জাতিকে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়। সে ঝড় টানা সাতরাত আটদিন তাদের ওপর বইতে থাকে। ঝড়ের আঘাতে তারা ফাঁপা খেজুর গাছের মতো নির্জীব পড়ে ছিল। মহাপ্রলয়ের সময় প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হলে পৃথিবী ও পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আকাশ ফেটে হয়ে যাবে চৌচির। ফেরেশতাগণ কিনারায় অবস্থান করবেন। আটজন ফেরেশতা বহন করবে আল্লাহর আরশ। সেদিন এমনভাবে সবাইকে হাজির করা হবে যে, কোনো গোপন বিষয় গোপন থাকবে না। সেদিন যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা আনন্দে মানুষকে ডেকে ডেকে বলবে, এই যে আমার আমলনামা! তোমরা পড়। আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম, আমাকে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। এই শ্রেণীর লোকেরা সুউচ্চ জান্নাতে ভোগ-বিলাসে থাকবে। আর যাদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে, তারা আফসোস করে বলবে, হায়! যদি আমলনামা না দেওয়া হতো! আমি যদি আমার আমলনামা জানতেই না পারতাম! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত! সম্পদ আমার কোনো উপকার করেনি। শেষ হয়ে গেছে আমার ক্ষমতা। এই শ্রেণীর লোকদের পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়ে বলা হবে, এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। তারপর সত্তর হাত শেকল দিয়ে গেঁথে দাও। দুনিয়াতে এরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি, মিসকীনদের খাবার দেয়নি। সুতরাং আজ তাদের কোনো বন্ধু থাকবে না। তারা নোংরা পানি ছাড়া কোনো খাবার পাবে না। ৬৯/১-৩৭

CamScanner

সূরা ক্বিয়ামাহ: নামেই যে সূরার পরিচয়। আখিরাত ও প্রতিদান দিবস সম্পর্কে লোমহর্ষক, বিবেকজাগানিয়া বর্ণনা উঠে এসেছে এই সূরায়। কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করে অবিশ্বাসীরা পালাতে চাইবে। কিন্তু কস্মিনকালেও তারা পালাবার জায়গা পাবে না। বরং মহান রবের কাছেই সেদিন ধর্না দিতে হবে। সেদিন সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে, দুনিয়াতে সে কী করেছে আর কী করেনি। উন্মুক্ত হৃদয় দিয়ে শুধু সম্পূর্ণ সূরার অনুবাদ পাঠ করলেও আল্লাহর ইচ্ছায় ঈমানের পারদ অনেক উপরে ওঠে যাবে।

সূরা মুরসালাত: এই সূরায় মহান আল্লাহ পাঁচবার শপথ করে বলেছেন, প্রতিশ্রুত কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। সেদিন তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে পড়বে, আকাশকে করা হবে বিদীর্ণ, পাহাড়সমূহ হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। সেদিন রাসূলগণকে একত্র করা হবে। এই সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের যৌক্তিকতা ও অনিবার্যতা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কিয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণতি ও বিশ্বাসীদের পুরস্কারের বর্ণনাও রয়েছে। এই সূরার বিভিন্ন স্থানে কিয়ামতের নিদর্শন এবং কাফিরদের বিশ্বাস ও কর্ম উল্লেখের পর দশবার বলা হয়েছে, '(কিয়ামতের ব্যাপারে) মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস-দুর্ভোগ অবধারিত'। সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে সূরাটি পাঠ করলে আখিরাতের প্রতি ঈমান বহুগুণ বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ৭৭/১-৫০

সূরা জিনের বিষয়বস্তু

মানুষের মতো জিনও আল্লাহর সৃষ্টি। তারা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। তারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে, এমনকি বাতাসেও মিশে যেতে পারে। বিজ্ঞান এখনো জিনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু কুরআনের অনেক মহাসত্য বহুকাল পর মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে। প্রিয়নবী যখন মুশরিকদের কুফর ও সীমালঙ্ঘনে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, তখন জিনদের একটি দল রাসূলের পেছনে সালাত আদায় করে এবং কুরআন তিলাওয়াত শুনে আবেগাপ্লুত হয়। তারা তাওহীদের স্বীকৃতি দেয় এবং জানায় যে, মানুষদের অনেকে জিনদের আশ্রয় নেওয়ায় তারা অহংকারী হয়েছে। জিনদের মধ্যে ভালো যেমন আছে, মন্দও আছে। প্রিয়নবী যখন সালাতে দাঁড়ালেন, তখন এতো বেশি জিন উপস্থিত হলো, যেন তারা প্রিয়নবীর ওপর ভেঙে পড়বে। রাসূলকে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন, তিনি যেন বলে দেন, আমি কেবল আল্লাহকেই ডাকি, তার সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি তোমাদের ক্ষতি কিংবা লাভ কোনোটিই করার ক্ষমতা রাখি না। সূরার শেষে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বর্ণনা এবং গায়েবের জ্ঞান সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৭২/১-২৮

সূরা দাহরের বিষয়বস্তু

শুরুতেই মানুষ সৃষ্টির তত্ত্ব এবং কর্মগুণে মানুষের শ্রেণীবিভাগ আলোচিত হয়েছে। মানুষ

CamScanner

এক সময় উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আল্লাহ তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন করেছেন। এরপর মানুষের মধ্য থেকে কতক কৃতজ্ঞ হয়েছে, আর কতক হয়েছে অকৃতজ্ঞ। অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ শেকল, বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করেছেন। আর নেককারদের জন্য থাকবে জান্নাতের অভাবনীয় নিয়ামতসমূহ। ৭৬/১-২২

সূরা মুযযাম্মিলের বিষয়বস্তু

সূরা মুযযাম্মিল ইসলামের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হওয়া সূরাগুলোর একটি। ইসলামের প্রথম যুগে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল না। সে সময়, এই সূরায় তাহাজ্জুদ সালাতকে রাসূলের ওপর ফরয করা হয়। তিনি রাতের প্রায় পুরোটা সময় তাহাজ্জুদে নিমগ্ন থাকতেন। এতে তার উভয় পা ফুলে যেত, কখনো রক্ত বের হতো। পরববর্তীতে সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ার বিধান শিথিল করা হয়।

সূরা মুদ্দাসসিরের বিষয়বস্তু

সূরা মুদ্দাসসিরও প্রথম দিকে অবতীর্ণ হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম। এ সূরার প্রথমে আল্লাহর পথে ভীতি প্রদর্শন, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, সতর ঢাকা, পবিত্রতা অর্জন, শিরক বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলকে (সা.) নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ এক ব্যক্তিকে অঢেল সম্পদ, সন্তান ও বিপুল ক্ষমতা দান করেছিলেন। অথচ সে ছিল আল্লাহর অবাধ্য। রাসূল (সা.)-কে সে জাদুকর বলত। অবাধ্যতার কারণে অচিরেই আল্লাহ তাকে সাক্বারে (জাহান্নামে) প্রবেশ করাবেন। সেখানকার আগুন তার চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে। সাক্বারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, সূরা মুদ্দাসসিরে বর্ণিত এই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি হলো ওলীদ ইবনে মুগীরা।

আদেশ

- সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করা। ৬৯/৫২
- উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করা। ৭০/৫
- আল্লাহর ইবাদত করা, তাকে ভয় করা এবং রাসূলের আনুগত্য করা। ৭১/৩
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৭১/১০
- তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা। ৭৩/২-৪
- ধীর-স্থির ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা। ৭৩/৪

CamScanner

- রবের নাম স্মরণ করতে থাকা। ৭৩/৮
- আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্তে নিমগ্ন থাকা। ৭৩/৮
- সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা এবং আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেওয়া। ৭৩/২০
- মানুষকে (জাহান্নামের ব্যাপারে) সতর্ক করা। ৭৪/২
- প্রতিপালকের বড়ত্ব ঘোষণা করা। ৭৪/৩
- পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখা। ৭৪/৪
- শিরক থেকে দূরে থাকা। ৭৪/৫
- প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সবর করা। ৭৪/৭
- রাতের কিছু অংশে সালাত আদায় করা এবং দীর্ঘরাত তাসবীহতে রত থাকা। ৭৬/২৬

নিষেধ

- মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ না করা। ৬৮/৮
- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। ৭২/১৮
- ফাসেক কিংবা কাফিরের অনুসরণ না করা। ৭৬/২৪

জান্নাতী-জাহান্নামীর কথোপকথন

জান্নাতীরা পাপিষ্ঠদের জিজ্ঞেস করবে, কোন বস্তু তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না। মিসকীনকে খাবার দিতাম না। আর সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম। প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম। পরিশেষে মৃত্যু এসে গেল। ৭৪/৪০-৪৯

জান্নাতীদের আট বৈশিষ্ট্য

(এক) তারা নিয়মিত সালাত আদায় করে। (দুই) তাদের সম্পদে ভিখারী ও বঞ্চিতদের হক থাকে। (তিন) তারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে জানে। (চার) তারা প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে বিনীত থাকে। (পাঁচ) তারা ইজ্জত ও চরিত্র হেফাজত করে। (ছয়) তারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (সাত) তারা সাক্ষ্য যথাযথভাবে দান করে। (আট) তারা সালাতের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। এইসব গুণের অধিকারীরা জান্নাতে

CamScanner

সম্মানজনকভাবে থাকবে। ৭০/২২-৩৫

ইস্তিগফারের পাঁচটি উপকারিতা

আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা করলে (এক) আল্লাহ ক্ষমা করবেন। (দুই) অজস্র ধারায় উপকারী বৃষ্টি দান করবেন। (তিন) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন। (চার) বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন। (পাঁচ) নদ-নদীর ব্যবস্থা করবেন। ৭১/১০-১২

প্রিয়নবীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের চরিত্র

যারা প্রিয়নবীর বিরুদ্ধাচরণে নেতৃত্ব দিত এবং শত্রুতায় অগ্রগামী ছিল, তাদের অনেকের চরিত্র ছিল খুবই নিচু পর্যায়ের। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তারা অধিক শপথকারী ও হীন প্রকৃতির। নিন্দা আর চোগলখুরি করে বেড়ানো তাদের কাজ। ভালো কাজে বাধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপিষ্ঠ। রূঢ় স্বভাবের ও কুখ্যাত। ৬৮/১০-১৩

আজকের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মহান চরিত্রের অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তার পদাঙ্ক অনুসরণেই মানুষ সর্বোন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে। ৬৮/৪

কিয়ামতের দিন 'গোছা' উন্মুক্ত করা হবে এবং সবাইকে সিজদার জন্য ডাকা হবে। উল্লেখ্য, 'গোছা উন্মুক্ত করা'-এর মর্ম একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন। কোনো সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য নেই। সেদিন মুমিনগণ, পৃথিবীতে যারা সিজদা করেছে, তারা ব্যতীত কাফির ও মুনাফিকরা সিজদা করতে চাইলেও করতে পারবে না। ৬৮/৪২-৪৩

কুরআনের বাণী অস্বীকারকারীদেরকে মহান আল্লাহ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যান, তারা টেরও পায় না। আযাব গ্রাস করছে না দেখে তারা অনেক সময় নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে। অথচ আল্লাহ ঢিল দিয়ে রাখেন, কিন্তু তার কৌশল অত্যন্ত কঠিন ও মজবুত। ৬৮/৪৪-৪৫

প্রকৃত পুণ্যবান ও নেককার তারা, যারা মানুষকে খাদ্য দান করে (কোনো উপকার করে) বলে, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তোমাদেরকে খাবার দিয়েছি (উপকার করেছি)। তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান, এমনকি কৃতজ্ঞতাও আমরা আশা করি না। উল্লেখ্য, উপকারভোগীর কৃতজ্ঞতার মানসিকতা থাকা উচিত, সেটি ভিন্ন বিষয়। কিন্তু দানকারী কখনো উপকারভোগীর কাছে স্বীকৃতি বা প্রশংসা পাওয়ার আশা করবে না। এটাই জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য। ৭৬/৮-৯

CamScanner

২৭তম তারাবীহ

২৭তম তারাবীহ জুড়ে আছে কুরআনের ৩০ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা নাবা, নাযিআত, আবাসা, তাকভীর, ইনফিতার, মুত্বাফফিফীন, ইনশিক্বাক্ব, বুরূজ, ত্বারিক্ব, আ'লা, গাশিয়াহ, ফাজর, বালাদ, শামস, লাইল, দ্বুহা, ইনশিরাহ, ত্বীন, আলাক্ব, ক্বদর, বাইয়্যিনাহ, যিলযাল, আদিয়াত, ক্বারিআহ, তাকাছুর, আসর, হুমাযাহ, ফীল, কুরাইশ, কাউসার, মাঊন, কাফিরূন, নাসর, মাসাদ, ইখলাস, ফালাক্ব এবং সূরা নাস।

ত্রিশতম পারা হলো কুরআনুল কারীমের শেষ পারা। এই পারার বেশিরভাগ সূরাসমূহে মহাপ্রলয় ও কিয়ামতের যৌক্তিকতা, অনিবার্যতা ও আখিরাতের বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে।

ঘটনাবলি

ঈসা (আ)-এর পরবর্তী যুগে এক মুশরিক ও জালিম শাসক তাওহীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং তাওহীদের অনুসারী এক ধর্মযাজক ও তার বালক শিষ্যকে হত্যা করে। বালকের কারামত (অলৌকিককত্ব) দেখে বহু মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হলে সেই শাসকের নির্দেশে অনেকগুলো অগ্নিগহ্বর তৈরি করা হয়। তাতে মুমিনদের নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয় অত্যন্ত নির্মমভাবে। মহান আল্লাহ এই মজলুম মুমিনদের জান্নাতের আর অত্যাচারী পাপিষ্ঠদের জাহান্নামের আগুনের শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন। ৮৫/১-১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের বছর হস্তিবাহিনীর ঘটনা ঘটে। প্রিয়নবীকে সেই ঘটনা উল্লেখ করে সান্ত্বনা ও সাহস যোগানো হয়েছে। ইয়ামেনের শাসক আবরাহা মক্কার কাবার প্রতি মানুষের ভালোবাসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ইয়ামেনে একটি জমকালো গির্জা তৈরি করে। সবাইকে সেই গির্জায় ইবাদত করার নির্দেশ দেয় সে। বিকল্প কাবা তৈরিকে আরবের লোকেরা ভালোভাবে নেয়নি। ক্ষুব্ধ জনতার কেউ একজন গির্জায় মলত্যাগ করলে আবরাহা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে সে মক্কায় আসে কাবাঘর ধ্বংস করতে। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি এলে আল্লাহর প্রেরিত একঝাঁক পাখির আক্রমণের শিকার হয় হস্তিবাহিনী। প্রত্যেক পাখির মুখে ছিল তিনটি করে কঙ্কর। পাখিদের নিক্ষিপ্ত কঙ্কর বিষাক্ত বোমার মতো কাজ করে। মক্কার প্রান্তরে আবরাহার হস্তিবাহিনী করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে; এমনকি তারা ভক্ষিত তৃণের মতো হয়ে যায়। ১০৫/১-৫

CamScanner

ঈমান-আকীদা

কিরামান-কাতেবীন : মানুষের ভাল-মন্দ, যাবতীয় আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রত্যেকের সাথে দুজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। এই শ্রেণীর ফেরেশতাদের বলা হয় কেরামান কাতেবীন বা সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড তারা জানেন এবং সংরক্ষণ করেন। এভাবেই আমাদের আমলনামা প্রস্তুত হয়। ৮২/১১-১২

ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীন : নেককার ও পুণ্যবানদেরদের আমলনামা থাকে ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে। আর সিজ্জীনে থাকে কাফিরদের আমলনামা। মৃত্যুর পর তাদের রূহও সেখানেই থাকে। ৮৩/৭-২১

সূরা নাবা'র সার-সংক্ষেপ

নাবা অর্থ সংবাদ। এখানে সংবাদ বলতে মহাপ্রলয় ও কিয়ামতের সংবাদ উদ্দেশ্য। মুশরিকরা কিয়ামতের সত্যতা নিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। তাদের সংশয় খণ্ডন করে বলা হয়েছে, অচিরেই তারা কিয়ামত প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এরপর আল্লাহর সুনিপুণ সৃষ্টির বিবরণ উল্লেখ করার মাধ্যমে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। তারপর নির্ধারিত সময়ে পুনরুত্থান এবং শিঙ্গায় ফুৎকার-পরবর্তী পরিস্থিতি ও জাহান্নামে কাফিরদের দুরবস্থতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর মুত্তাকীদের সার্থকতা ও জান্নাতে তাদের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতমূহের বিবরণ উঠে এসেছে। সবশেষে কিয়ামতের দিন সব কিছুতে আল্লাহর রাজত্ব প্রকাশ, প্রত্যেককে যার যার প্রাপ্য প্রতিদান বুঝিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। যেসব পশু-পাখি ও জীবজন্তু পরস্পরের প্রতি জুলুম করেছিল তাদের বিচার ও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা শেষে তাদের মাটি হয়ে যাওয়া দেখে কাফিররা আক্ষেপ করে বলবে, হায়, যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! ৭৮/১-৪০

সুরা নাযিআতের সার-সংক্ষেপ

প্রাণহরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ কাফিরদের প্রাণ কেড়ে নেয় অত্যন্ত ভয়াবহভাবে। আর মুমিনদের জান কবজ করে পরম কোমলতার সাথে। এমন ফেরেশতাদের নামে পাঁচটি শপথ করে বলা হয়েছে, পরপর দুটি প্রকম্পণকারী শিঙ্গাধ্বনি সবকিছুকে কাঁপিয়ে দেবে। সেদিন মানুষের অন্তরসমূহ সন্ত্রস্ত ও চোখসমূহ অবনত থাকবে। তারপর কাফিরদের মহাপ্রলয় নিয়ে সংশয় ও তার অপনোদন করা হয়েছে। মাঝে ফিরাউনের প্রতি মূসার দাওয়াতের ঘটনার নির্যাস তুলে ধরার পর মানুষের চেয়েও আল্লাহর বড় বড় সৃষ্টির উল্লেখ করে পুনরুত্থান যে কঠিন কিছু নয়, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শেষে আবারো কিয়ামতের আলোচনা করা হয়। সেই মহাবিপর্যয়ের দিন মানুষ যার যার কৃতকর্মের কথা স্মরণ করবে। সেদিন অবাধ্য ও

CamScanner

পার্থিব জীবনকে প্রাধান্যদানকারীদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর আল্লাহভীরু ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিবৃত্তকারীর ঠিকানা জান্নাত হবে। কাফিরদের কিয়ামতের সময়কাল-বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, নবীজি কেবল সতর্ককারী। মহাপ্রলয়ের সময়জ্ঞান শুধু আল্লাহ সংরক্ষণ করেন। যেদিন তা আসবে, সেদিনের বিভীষিকার কারণে মানুষের মনে হবে তারা দুনিয়ায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অবস্থান করেছে। ৭৯/১-৪৬

সূরা আবাসা ও একটি শিক্ষা

আল্লাহর রাসূল কাফির নেতাদের সাথে ইসলামের দাওয়াত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় বৈঠকের বৃত্তান্ত না জানা অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মজলিশে এসে দীনি বিষয়ে জানতে চান। এতে প্রিয়নবী কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করলে মহান আল্লাহ তাকে অগ্রাহ্যকারীদের চেয়ে আগ্রহী ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব এবং সময় দেওয়ার পরামর্শ দেন। ৮০/১-১২

ত্রিশতম পারার প্রধান আলোচ্য বিষয় কিয়ামত ও প্রতিদান দিবস

আখিরাতের প্রতি ঈমান বৃদ্ধি এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে সূরা গাশিয়াহ অতুলনীয়। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সূরাটি নিয়মিত জুমা ও ঈদের সালাত-সহ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিলাওয়াত করতেন। যখন সবকিছুকে আচ্ছন্নকারী কিয়ামত আসবে, পাপিষ্ঠদের চেহারা হবে সন্ত্রস্ত, ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত, তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে, তাদের পানীয় হবে গরম প্রস্রবনের ফুটন্ত পানি, আর খাদ্য হবে কাঁটাবিশিষ্ট বিষাক্ত গুল্ম, যা না পুষ্টির যোগান দেবে, না ক্ষুধা মেটাবে। পক্ষান্তরে বহু চেহারা থাকবে সজীব, নিজেদের কৃত আমলের বিনিময়ে থাকবে সন্তুষ্ট। সুউচ্চ জান্নাতীদের নিয়ামতের বর্ণনার পর মহান আল্লাহ তার সুনিপুণ সৃষ্টির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকানোর নির্দেশনা দিয়েছেন। কীভাবে তিনি উট সৃষ্টি করেছেন, কীভাবে আকাশকে সুউচ্চ করা হয়েছে, কীভাবে পাহাড়সমূহকে প্রোথিত করা হয়েছে, কীভাবে ভূমিকে সমতল ও বাসযোগ্য করা হয়েছে—সৃষ্টির এইসব নৈপুণ্য আল্লাহর একত্ববাদ এবং পুনরুত্থানের সম্ভব্যতার সাক্ষ্য দেয়।

উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূল (সা.)-কে নির্ভার থাকতে বলা হয়েছে। কারণ কাউকে বাধ্য করা তার কাজ নয়। যারা অবাধ্য হবে তাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিবেন। ৮৮/১-২৬

সূরা তাকভীরের মূল প্রতিপাদ্যও কিয়ামত। যেদিন সূর্যকে ভাঁজ করে আলোহীন করে ফেলা হবে, তারকাসমূহ দীপ্তহীন হয়ে পড়বে, পর্বতসমূহ সঞ্চালিত করা হবে, দশমাসের গর্ভবতী উটনীও (লোভনীয় সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও) উপেক্ষিত হবে, বন্য পশুসমূহকে একত্রিত করা হবে, যখন সাগরসমূহকে অগ্নিউত্তাল করা হবে, আত্মাসমূহ

CamScanner

পুনঃসংযোজিত হবে, যখন জীবন্ত প্রোথিক কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো, যখন আমলনামা খুলে দেওয়া হবে, যখন আসমানের আবরণ সরিয়ে দেওয়া হবে, যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে, যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে—সেদিন প্রত্যেকে জানতে পারবে সে কী আমল নিয়ে এসেছে। মহান আল্লাহ কিয়ামতের বারোটি অবস্থা উল্লেখ করে যে কথাটি বলেছেন তার গুরুত্ব কতখানি সেটা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কর্মফল ও প্রতিদান দিবস মাথায় রেখে প্রতিটা কদম ফেলা উচিত, প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করা উচিত। ৮১/১-১৪

সূরা যিলযাল, আদিয়াত ও কারিআহ-এর মূল বিষয়ও কিয়ামত। এগুলোতে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, সেদিন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, মানুষের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে, মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করবে, পাহাড়গুলো ধুনিত পশমের মতো উড়তে থাকবে এবং মানুষের ভালোমন্দ সকল কাজ প্রকাশ পাবে। সেদিন যার ভালো কাজের পাল্লা ভারী হবে, সে জান্নাত লাভ করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে উত্তপ্ত আগুন বা জাহান্নাম। ৯৯/১-৮, ১০০/৯-১১, ১০১/১-১১

হেরা গুহায় সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হওয়া প্রথম শব্দ হলো 'পড়ো'। ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব যে কত বেশি এ থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাছাড়া এই আয়াতসমূহে জ্ঞানার্জনের উপকরণ কলমেরও উল্লেখ আছে। এ থেকেও ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

আদেশ

- কাফিরদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করা। ৮৪/২৪
- সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করা। ৮৭/১
- উপদেশ দান করা। ৮৭/৯
- আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্বীকার ও প্রকাশ করা। ৯৩/১১
- স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করা। ৯৪/৮
- আল্লাহর নামে পড়া। ৯৬/১
- সিজদাহ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। ৯৬/১৯
- কুরবানী করা। ১০৮/২
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ১১০/৩

নিষেধ

- এতীমের প্রতি কঠোরতা না করা। ৯৩/৯
- ভিখারীকে ধমক না দেওয়া। ৯৩/১০

কিয়ামতের দিন মুক্তিপ্রাপ্ত ও জাহান্নামী চেনা যাবে যেভাবে

কিয়ামতের দিন সৎকর্মশীল ও জান্নাতীদের আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে, তাদের হিসাব গ্রহণ হবে সহজ এবং তারা নিজ পরিবারের কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামীদের আমলনামা দেওয়া হবে পেছন দিক থেকে (বাম হাতে)। তারা মনের দুঃখে নিজেদের মৃত্যু কামনা করবে। এই শ্রেণীর মানুষ পৃথিবীতে পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ-ফূর্তি করত। তারা পরকালকে বিশ্বাস করত না। ৮৪/৭-১২

যে কথা বলতে একসঙ্গে বেশি সংখ্যক শপথ করেছেন আল্লাহ

কুরআনে একসঙ্গে এগারো বার শপথের ঘটনা ঘটেছে শুধু সূরা শামছে। এক সঙ্গে এতবার শপথ আর কোথাও করেননি আল্লাহ। মহান আল্লাহ বড় বড় সৃষ্টিসমূহের নামে শপথ করে যা বলেছেন তা হলো, যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করল, সে (প্রকৃত) সফল ও সার্থক, পক্ষান্তরে যে নিজের আত্মাকে কলুষিত করল, সে (চূড়ান্ত) ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ। এ থেকে বোঝা যায় প্রতিনিয়ত সংধশোধনের মাধ্যমে মন্দ কাজ পরিহার এবং ভালো কাজ দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করা একজন আখিরাতবিশ্বাসী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ৯১/১-১০

ভালো ও মন্দের বিচারে তিন প্রকারের আত্মার উল্লেখ রয়েছে কুরআনে। প্রথমত, নাফসে আম্মারাহ অর্থাৎ মন্দ কাজের প্ররোচক আত্মা। দ্বিতীয়ত, নাফসে লাউয়ামাহ অর্থাৎ (পাপে লিপ্ত হওয়ার পর নিজেকে) ভর্ৎসনাকারী আত্মা। তৃতীয়ত, নাফসে মুতমাইন্নাহ অর্থাৎ (আল্লাহর ইবাদতে) প্রশান্ত আত্মা। তৃতীয় প্রকার আত্মার অধিকারী মানুষকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও আস্থাভাজন হয়ে এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। ১২/৫৩, ৭৫/১, ৮৯/২৭-৩০

সূরা ইখলাস ও কুরআনের শেষ দুই সূরার মর্যাদা

সূরা ফাতিহার পর দিবারাত্র কুরআনের যে অংশ সবচেয়ে বেশি তিলাওয়াত করতে হয় তা হলো সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস। রাসূল (সা.) প্রত্যেক সালাতের পর এই তিন সূরা একবার পাঠ করতেন। আর সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করলে সকল ক্ষতি থেকে আল্লাহর সুরক্ষা লাভ করা যায়। রাতে ঘুমানোর আগেও এই সূরাদ্বয় তিনবার পাঠ করা সুন্নাহ। সূরা ইখলাস একমাত্র সূরা, যে সূরায় শুধু আল্লাহর একত্ববাদ নিয়ে আলোচনা

CamScanner

করা হয়েছে। এই সূরার ভালোবাসা জান্নাতে প্রবেশের কারণ। এটিকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে হাদীসে।[১] আর ফালাক্ব ও নাসকে বলা হয় মুআওয়াযাতাইন। অর্থাৎ যে দুই সূরা দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। প্রিয় নবীকে একজন ইহুদী ব্ল্যাক ম্যাজিক করলে সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হয় এবং এগুলো পাঠের মাধ্যমে তিনি জাদু থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই সূরাদ্বয় সম্পূর্ণই দোয়ামূলক সূরা। সাধারণত মানুষ বা জিন শয়তানের প্ররোচনায় আমরা কুরআনের পথনির্দেশ থেকে বিচ্যুত বা বঞ্চিত হই। কুরআনের শেষ সূরায় এই উভয় শ্রেণীর প্রবঞ্চনাদানকারী থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। ১১৩/১-৫-১১৪/১-৬

আজকের শিক্ষা

কিয়ামতের ভয়াবহতা এমন হবে যে, সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে মহাদুশ্চিন্তায় থাকবে। আপন ভাই, মা, বাবা, স্ত্রী এবং সন্তানকেও এড়িয়ে চলবে। প্রত্যেকে আশংকা করবে, কোনো এক আপনজন না জানি পুণ্যের ভাগ চেয়ে বসে বা কোনো পাপের বোঝা বহনের আবদার করে। ৮০/৩৪-৩৭

প্রতিদান ও কর্মফল দিবস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না, সেদিনের কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর। ৮২/১৭-১৯

সূরা বালাদে আল্লাহ কয়েকটি শপথ করে বলেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে। পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশাহ এবং সৌখিন মানুষের সুখভোগও এখানে পরিশ্রমসাধ্য। আখিরাতের নিয়ামতসমূহ পরিশ্রমসাধ্য হবে না। একই সূরায় মহান আল্লাহ আমাদের শরীরকাঠামোর নিয়ামতসমূহ নিয়ে ভাবনার দাওয়াত দিয়েছেন। ৯০/৪

ভালো-মন্দ সব কাজের পরিণামই মানুষ দেখতে পাবে। কেউ অণু পরিমাণ ভালো কিংবা মন্দ কাজ করলে কিয়ামতের দিন মানুষ তা দেখতে পাবে। ৯৯/৭-৮

বছরের শ্রেষ্ঠ রাত হলো লাইলাতুল কদর। কদরের একটি রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। ৯৭/১-৫

যারা সালাতের বিষয়ে উদাসীন এবং যারা লোকদেখানোর জন্য সালাত আদায় করে, তাদের দুর্ভোগ ও ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন আল্লাহ। ১০৭/৪-৭

---

[১] সহীহ বুখারী, ৫০১৩

CamScanner

নোট

CamScanner

শায়খ আহমাদুল্লাহ বাংলাদেশের স্বনামধন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব। বিদগ্ধ আলোচক, লেখক ও খতীব। লেখালেখি, গবেষণা, সেবামূলক কার্যক্রম ও সভা-সেমিনারে লেকচার প্রদান তার কাজের অঙ্গন।

শায়খ আহমাদুল্লাহর জন্ম ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে, লক্ষ্মীপুর জেলায়। নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি কওমী মাদরাসায় ভর্তি হন। দেশের শীর্ষস্থানীয় মাদরাসাগুলো থেকে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস এবং ইফতা সম্পন্ন করেন। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যার প্রতিটি বোর্ড পরীক্ষাতেই তিনি মেধা তালিকার প্রথম দিকে অবস্থান করেন।

সৌদি আরবের পশ্চিম দাম্মাম ইসলামিক দাওয়াহ সেন্টারে প্রীচার ও ট্রান্সলেটর হিসেবে দীর্ঘ প্রায় দশ বছর কাজ করেন। সে সময় আরবের প্রখ্যাত আলেমদের সান্নিধ্য ও বিশ্বদৃষ্টি লাভ করে সমৃদ্ধ হন তিনি। তার লেখা 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকাল সন্ধ্যার দু'আ ও যিকর' পুস্তিকা এবং 'পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত পরবর্তী দু'আ ও যিকর'-এর কার্ড প্রায় চার লক্ষ কপি এ যাবত বিতরণ করা হয়েছে। 'কীভাবে উমরাহ করবেন' তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দাওয়াহ ও গবেষণা বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন তিনি। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকায় তার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আরবী ভাষাতেও প্রকাশিত হয়েছে তার অনেক প্রবন্ধ।

www.ahmadullah.info

CamScanner

স-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের মৌলিক কার্যক্রম শিক্ষা, সেবা ও দাওয়াহ। উন্ডেশনের দাওয়াহমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মানুষকে দীনি ও তিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রসার ও শুদ্ধ সংস্কৃতি াশের লক্ষ্যে দাওয়াহ ও গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বই-পুস্তক, বষণাপত্র ও জনসচেতনতামূলক লিফলেট প্রকাশ করা হয়।

মাদের প্রকাশনা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকাল-সন্ধ্যার দু'আ ও যিকর
রমাদান প্ল্যানার
উমরাহ কীভাবে করবেন
তারাবীহর সালাতে কুরআনের বার্তা
সীরাত স্মারক
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পরবর্তী মাসনূন দু'আ ও যিকর (কার্ড)
একনজরে হজ (লিফলেট)

তারাবীহর সালাতে কুরআনের বার্তা
শায়খ আহমাদুল্লাহ
380270#972043-2180
ROK-9TK

AS-SUNNAH FOUNDATION
+8809610-001089 assunnahfoundation.org

বিবেকের কাছে। সূরা তূরে মহান আল্লাহ বিরতিহীনভাবে সে রকম দশটি প্রশ্ন রেখেছেন মুশরিকদের প্রতি। সেগুলোর ব্যাপারে নির্মোহভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তাদের কাছে ঠিকই সত্য উদ্ভাসিত হতো। ৫২/৩২-৪৩, ৫৩/৩২

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিযা

এক চাঁদনী রাতে মক্কার মুশরিকরা নবুওতের প্রমাণস্বরূপ অলৌকিক কোনো নিদর্শন দেখানোর দাবি করে। আল্লাহর নির্দেশে প্রিয়নবী চাঁদের দিকে আঙুলের ইশারা করলে অলৌকিকভাবে চাঁদ দু টুকরো হয়ে দুই পাহাড়ের প্রান্তে চলে যায়। মুশরিকরা এই মুজিযা প্রত্যক্ষ করে রাসূলকে জাদুকর আখ্যা দেয় এবং তার নবুওয়াত অস্বীকার করে। উল্লেখ্য, চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। ৫৪/১

যে প্রশ্ন এক সূরায় একত্রিশ বার করা হয়েছে

আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বর্ণনা সূরা রাহমানের মূল বিষয়বস্তু। আল্লাহর অজস্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে ঈমানের সৌরভে উদ্দীপ্ত হতে সূরা রাহমানের তুলনা নেই। এই সূরায় একত্রিশটি স্থানে আল্লাহর অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রশ্ন রাখা হয়েছে—'অতএব (হে মানুষ ও জিন) তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে'?

পার্থিব জীবনের কর্মের আলোকে কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত হবে মানুষ

১. অগ্রগামী দল। তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও উঁচু স্তরের জান্নাতী হবেন। যেমন নবী-রাসূল ও উঁচু স্তরের মুত্তাকী বান্দাগণ।

২. সে সকল সৌভাগ্যবান মুমিন, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, অথবা যারা আল্লাহর আরশের ডানপাশে অবস্থান করবে।

৩. হতভাগা কাফিরদের দল, যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে, অথবা যারা আল্লাহর আরশের বামপাশে অবস্থান করবে। ৫৬/৭-৫৬

পার্থিব জীবনের বাস্তবতা ও একটি উদাহরণ

মহান আল্লাহ দুনিয়ার জীবনের হাকীকত তুলে ধরে বলেন, পার্থিব জীবন হলো ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, গর্ব-অহংকার এবং সন্তান ও সম্পদের প্রতিযোগিতা মাত্র। দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যের উদাহরণ হলো বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হওয়া সবুজ ফসল, যা দেখে কৃষকের মন আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন পরই তা শুকিয়ে হলদে বর্ণ ধারণ করে। এরপর তা খড়কুটোয় পরিণত হয়। পার্থিব জীবনের অবস্থাও তাই। জীবনের শ্যামল অধ্যায়ের সমাপ্তিতে থাকে শুধুই ধূসরতা। আর আখিরাতের একদিকে

CamScanner

নিজের সাথে কারো তুলনা করো না, তুমি যেমন তেমনই সুন্দর !🖤

শেষ বেলা

CamScanner

কয়েক বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হবে। সেদিন মুসলিমরা আনন্দিত হবে। হয়েছেও তাই। ৩০/২-৫

কুরআনের দুর্বার আকর্ষণ থেকে মানুষকে বিপথগামী করতে বিনোদনের নামে ক্রীড়া-কৌতুক ও গানের আসর বসানোর উদ্যোগ নেয় মক্কার মুশরিকরা। ৩১/৬

ঈমান-আকীদা

সমগ্র কুরআন জুড়ে পুনরুত্থান ও পরকালে অবিশ্বাসীদের নানা যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। সূরা রুমের একাধিক জায়গায়, পুনরুত্থান যে অসম্ভব বিষয় নয়, তা তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রাণহীন থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে প্রাণহীন (যেমন ডিম থেকে মুরগি এবং মুরগি থেকে ডিম) বস্তু সৃষ্টি করেন। সুতরাং মৃতকে পুনরায় জীবিত করা তার জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। যে স্রষ্টা সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তার পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা আরো সহজ। সুতরাং মানুষ এটাকে কীভাবে অস্বীকার করে? ৩০/১৯, ২৭

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মি ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। তিনি কোনোদিন কোনো বই পড়েননি। লেখেনওনি কিছু। সূরা আনকাবুতে এর রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। যদি তিনি লেখাপড়া জানতেন, তবে রিসালাত অস্বীকারকারীদের সন্দেহ করার সুযোগ থাকত যে, তিনি কুরআন নিজ থেকে রচনা করেছেন। যেহেতু সেই সুযোগ নেই, সুতরাং কুরআনুল কারীমের মতো নির্ভুল অনন্য মহাগ্রন্থ, যার মতো গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেনি, তা মুহাম্মাদ (সা.)-এর রাসূল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ২৯/৪৭-৫১

পৃথিবী ভ্রমণ করলে এখনো আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হওয়া জনপদগুলো প্রত্যক্ষ করা যাবে। যা কুরআনের বর্ণনা ও আল্লাহর সতর্কবার্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ৩০/৯

আদেশ

- সালাত আদায় করা। ২৯/৪৫; ৩০/৩১
- আল্লাহর ইবাদত করা। ২৯/৫৬
- একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের অভিমুখী রাখা। ৩০/৩০
- আল্লাহকে ভয় করা। ৩০/৩১
- নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় করা। ৩০/৩৮
- ধৈর্য ধারণ করা। ৩০/৬০

CamScanner